বি.আই.পি নিউজলেটার

জুন ২০২১

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি)

জুন ২০২১ সংখ্যা

বি. আই. পি. নিউজলেটার

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.)

নির্বাহী সম্পাদকঃ পরিকল্পনাবিদ মোঃ রেজাউর রহমান

সম্পাদনা পরিষদ
পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আদিল মুহাম্মদ খান
পরিকল্পনাবিদ মোহাম্মদ রাসেল কবির

সংবাদ সংগ্রহ ও গবেষণাঃ
পরিকল্পনাবিদ হোসনে আরা আলো
পরিকল্পনাবিদ আতাহার আলী লিপু

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

বি. আই. পি. সংবাদ

- বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ২০২০
- ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, প্রধান নির্বাহী ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে বি. আই. পি.র প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ
- চট্টগ্রাম লোকাল চ্যাপ্টার নির্বাচন, ২০২১
- Conference on Sustainable Funding for Health Promotion
- Disaster Risk Governance: Role of City Planners to Ensure Peoples Perspectives for Urban Resilience শীর্ষক ভার্চুয়াল আলোচনা
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ২০২১ ভাষা শহীদদের প্রতি বি. আই. পি.র শ্রদ্ধাঞ্জলি
- "নগর অঞ্চল ও গ্রামীণ পরিকল্পনায় বাংলা ভাষা" শীর্ষক পরিকল্পনা সংলাপ
- BIP Dialgoue Session on "Project Management Techniques and Its Application in Planning"
- Planners Get Together 2021
- জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্ম শতবর্ষে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.)-র পক্ষ থেকে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি
- সমসাময়িক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সংবাদ সম্মেলন
- মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২১ উদযাপন
- BIP Discussion Program, in association with UNDP and UKaid: "Future Urbanization in Bangladesh: Priority Issues"
- স্বপ্নের বাংলাদেশ বিনির্মাণে পরিকল্পনার গুরুত্ব শীর্ষক সেমিনার
- "সমসাময়িক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা; প্রসংগঃ আরমানিটোলা অগ্নিকান্ড, ঢাকায় সাবওয়ে নির্মাণ, করোনা পরিস্থিতিতে সার্বজনীন স্বাস্থ্যসুবিধা ও সামাজিক নিরাপত্তা, নগর এলাকায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি" সম্পর্কিত সমসাময়িক পরিকল্পনা সংলাপ
- সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের উন্নয়ন প্রকল্পের নামে গাছ কাটা ও পরিবেশের বিপর্যয় বিষয়ে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর সংবাদ বিজ্ঞপ্তি
- মেয়র সংলাপঃ নিরাপদ, টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নগর
- "উদ্যান-পার্কের উন্নয়ন প্রকল্প ও প্রকৃতি-পরিবেশ সুরক্ষা' শীর্ষক পরিকল্পনা সংলাপ
- Online Training Workshop on Basic Photography
- 'জাতীয় বাজেট ২০২১-২২: পরিকল্পনাগত পর্যালোচনা' শীর্ষক পরিকল্পনা সংলাপ
- বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে 'বাস্তুসংস্থান পুনরুদ্ধারে পরিকল্পনা' শীর্ষক পরিকল্পনা সংলাপ

সদস্য সংবাদ

- পরিকল্পনাবিদ ড. আহসান হাবিব
- পরিকল্পনাবিদ আবু নায়েম মোহাম্মদ মারুফ খান
- নতুন সদস্য তালিকা

শোক সংবাদ

- পরিকল্পনাবিদ প্রকৌশলী এম আলী আশরাফ

একজন সফল পরিকল্পনাবিদ

- পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান (ফেলো-০১)

বিশেষ প্রতিবেদন

- স্থানীয় সরকার এর ইতিহাস

মিডিয়া কাভারেজ

সম্পাদকীয়

প্রিয় পরিকল্পনাবিদ,
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের পক্ষ থেকে সালাম এবং শুভেচ্ছা রইলো। বি.আই.পি.-র ১৪তম কার্যনির্বাহী পরিষদের পক্ষ থেকে বি.আই.পি. নিউজলেটার জুন ২০২১ সংখ্যা আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত।

বি. আই. পি. নিউজলেটার একটি নিয়মিত প্রকাশনা। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান বোর্ড প্রতি ছয় মাস পর পর একটি সংখ্যা প্রকাশ করে আসছে। এবারের সংখ্যায় জানুয়ারি ২০২১ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত বি. আই. পি. কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও ঘটনা প্রবাহ এর সাথে কিছু প্রতিবেদন ও তথ্য সমৃদ্ধ লেখা প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠাকাল থেকে আজ পর্যন্ত বি. আই. পি. অনেক সক্ষমতা অর্জন করেছে এবং বাংলাদেশে পরিকল্পনা পেশাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে নবীন এবং প্রবীণ পরিকল্পনাবিদদের মেধা, শ্রম অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। বর্তমানে প্রতিবছর সাতটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নবীন পরিকল্পনাবিদ কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করছে এবং সরকারি- বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সুনামের সাথে কাজ করছেন। ভবিষ্যতে পরিকল্পনাবিদদের কর্মদক্ষতাকে আরও ভালোভাবে কাজে লাগানোর জন্য সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবে বলে বি. আই. পি. বিশ্বাস করে।

সেই সাথে নিউজলেটারের অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবার জন্য আন্তরিক অনুরোধ রইলো।

ধন্যবাদান্তে,
বি. আই. পি.-র ১৪তম কার্যনির্বাহী পরিষদের পক্ষে

পরিকল্পনাবিদ মোঃ রেজাউর রহমান
বোর্ড সদস্য (রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন)
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স

বি. আই. পি. সংবাদ

বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ২০২০

১৫ জানুয়ারি ২০২১

বিগত ১৫ জানুয়ারি ২০২১ (শুক্রবার), সকাল ১০.০০ টায় রাজধানীর প্ল্যানার্স টাওয়ারে দেশের পরিকল্পনাবিদ পেশাজীবীদের জাতীয় শীর্ষ সংগঠন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.)-র ২০২০ সালের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বি.আই.পি.-র ১৪তম কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত এই বার্ষিক সাধারণ সভায় ইনস্টিটিউটের যুগ্ম সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ মোহাম্মদ রাসেল কবির এর সঞ্চালনায় বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউটের সভাপতি পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আকতার মাহমুদ।

বি.আই.পি.-র ১৪তম কার্যনির্বাহী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ ড. আদিল মুহাম্মদ খান ২০২০ সালে বি.আই.পি.-র বিভিন্ন কর্মকান্ড সম্পর্কে একটি বিশদ প্রতিবেদন পাঠ করেন। সাধারন সভায় উপস্থিত সকল পরিকল্পনাবিদ সদস্যদের সামনে বিগত ২০১৯-২০ অর্থবছরের বি.আই.পি.-র আয়-ব্যয়ের পর্যালোচনা পূর্বক একটি পূর্নাঙ্গ অডিট রিপোর্ট উপস্থাপন করেন বি.আই.পি.-র কোষাধ্যক্ষ পরিকল্পনাবিদ তৌফিকুল আলম।

এছাড়াও এজিএম এ উপস্থিত বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে পরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বরোপ করা দরকার। উপজেলা পর্যায়ে মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে শহর ও গ্রামীণ উন্নয়নের যে উদ্যোগ সরকারের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হচ্ছে টেকসই ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে তা অত্যাবশ্যকীয়। পেশাগত উন্নয়ন ও অগ্রগতি সবসময়ই একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যা

কালের পরিক্রমায় নানামুখী চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রয়াসে লিপ্ত। প্রবীণ পরিকল্পনাবিদদের অভিজ্ঞতা এবং নবীন পরিকল্পনাবিদদের উদ্যমকে পাথেয় করে সময়ের পরিক্রমায় বাংলাদেশে পেশা হিসেবে নগর পরিকল্পনা বিকাশ লাভ করেছে। এছাড়াও সামনে যেসব পরিকল্পনা প্রকল্প আসবে সেসব প্রকল্পগুলো যেন জনকল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে সে লক্ষ্যে পরিকল্পনাবিদদের কাজ করতে হবে। পরিকল্পনাবিদদের হাতে দেশ থাকলে, দেশ সামনের দিকে আগাবে।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, প্রধান নির্বাহী ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে বি. আই. পি.-র প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ

১৮ জানুয়ারি ২০২১

বি.আই.পি.'র একটি প্রতিনিধি দল গতকাল ডিএনসিসি ভবনে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মাননীয় মেয়র, প্রধান নির্বাহী এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছে। সভাতে সম্প্রতি সহকারী নগর পরিকল্পনাবিদ নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি এবং যোগ্যতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। প্রতিনিধি দল এই সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র ও বিজ্ঞপ্তি সংশোধনের আবেদন মাননীয় মেয়র বরাবর উপস্থাপন করে।

এসময় ডিএসসিসি এর পক্ষ থেকে মাননীয় মেয়র আতিকুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ সেলিম রেজা ও প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ মাকসুদ হাসেম উপস্থিত ছিলেন। বি.আই.পি. এর পক্ষ থেকে সভাপতি পরিকল্পনাবিদ ড. আকতার মাহমুদ, সহ সভাপতি পরিকল্পনাবিদ আরিফুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ ড. আদিল মুহাম্মদ খান, যুগ্ম সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ মোহাম্মদ রাসেল কবির, বোর্ড সদস্য পরিকল্পনাবিদ রেজাউর রহমান ও পরিকল্পনাবিদ কাজী সালমান হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

ছবিঃ সাক্ষাত ও সভা পর্ব শেষে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর মাননীয় মেয়র মহোদয় এর সাথে আমাদের বি.আই.পি. প্রতিনিধিনিবৃন্দ

বি. আই. পি. প্রতিনিধি দলকে মেয়র মহোদয় আশ্বস্ত করেন, ডিএনসিসি'র তরফ থেকে অতি দ্রুত বিজ্ঞপ্তিটি সংশোধন করার জন্য যৌক্তিকতা তুলে ধরে প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেয়া হবে; মেয়র এর পক্ষ থেকে এ বিষয়ে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা'কে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবার ব্যাপারে দিকনির্দেশনা দেয়া হয়।

বি.আই.পি. কার্যনির্বাহী পরিষদ স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়েও এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ অব্যাহত রাখবে।

চট্টগ্রাম লোকাল চ্যাপ্টার নির্বাচন, ২০২১

৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ চট্টগ্রাম লোকাল চ্যাপ্টারের নির্বাচন সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম লোকাল চ্যাপ্টারের সভাপতি হিসেবে এম আলী আশরাফ, সহসভাপতি মোঃ নাজিম উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক এটিএম শাহজাহান, বোর্ড সদস্য (মেম্বারশীপ এফেয়ার্স) কে এম আশরাফুল ইসলাম এবং চ্যাপ্টার বোর্ড সদস্য (প্রোগ্রাম) মো সাদাত খান মনোনীত হন।

চট্টগ্রাম লোকাল চ্যাপ্টার কার্যনির্বাহী সদস্য পরিচিতি (২০২১-২২)

Conference on Sustainable Funding for Health Promotion

০৮-০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১

২০২১ সালের ৮-৯ ফেব্রুয়ারি, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স, ওয়ার্ক ফর বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লুবিবি) ট্রাস্ট, থাইহেলথ, কানাডার হেলথ ব্রিজ ফাউন্ডেশন এবং বাংলাদেশ অ্যান্টি টোব্যাকো অ্যালায়েন্স যৌথভাবে "Sustainable funding for Health Promotion" সম্পর্কিত একটি ভার্চুয়াল সম্মেলন আয়োজন করছে।

কনফারেন্সের মূল উদ্দেশ্য হেলথ প্রোমোশন ফাউন্ডেশনের সম্ভাবনা সম্পর্কে বাংলাদেশে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া এবং এ জাতীয় ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা।

'Disaster Risk Governance: Role of City Planners to Ensure Peoples Perspectives for Urban Resilience' শীর্ষক ভার্চুয়াল আলোচনা

১৭ ফেব্রুয়ারি

সেইভ দ্য চিল্ড্রেন, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.) এর সহযোগিতায় 'Disaster Risk Governance: Role of City Planners to Ensure Peoples Perspectives for Urban Resilience' শীর্ষক ভার্চুয়াল আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

এই আলোচনাটি সহনশীল নগর পরিকল্পনার বিষয়গুলিকে তুলে ধরে এবং শহরগুলিকে টেকসই এবং স্থিতিশীল করে তুলতে নগর পরিকল্পনাবিদদের ভূমিকার তুলে ধরা হয়।

অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেছেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.) এর সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আদিল মুহাম্মদ খান এবং সভাপতিত্ব করেন বি বি.আই.পি.র সভাপতি পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আকতার মাহমুদ। নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নগর পরিকল্পনাবিদ মোঃ মইনুল ইসলাম অধিবেশনটির মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ২০২১ ভাষা শহীদদের প্রতি বি.আই.পি.-র শ্রদ্ধাঞ্জলি

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২১

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ২০২১ এ বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.) এর পক্ষ থেকে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

২১ ফেব্রুয়ারি, জাতীয় শহীদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে আত্মত্যাগকারী সকল ভাষা শহীদের প্রতি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর পক্ষ থেকে গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি। এই দিনে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয় আমাদের মহান ভাষা আন্দোলনের বীর শহীদসহ জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামে অবদান রাখা সকল আত্মত্যাগকারীদের। একইসাথে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর পক্ষ থেকে সকলকে জাতীয় শহীদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছাজানানো হয় ।

“নগর, অঞ্চল ও গ্রামীণ পরিকল্পনায় বাংলা ভাষা” শীর্ষক ভার্চুয়াল পরিকল্পনা সংলাপ

২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১

পেশাজীবনে পরিকল্পনা পরিভাষা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে সীমাবদ্ধতা, সঠিক বাংলা শব্দ চয়নে দুর্বধ্যতা, ইংরেজী ভাষার পরিকল্পনায় মানুষের অনাগ্রহতা এবং পরিকল্পনার ভাষা বোধগম্য না হওয়া সহ নানাবিধ সমস্যা থেকে উত্তরণে পরিকল্পনাকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ এবংপরিকল্পনাকে সহজবোধ্য ও সকলের বোধগম্য করার লক্ষ্যে বাংলা ভাষায় মহাপরিকল্পনা প্রনয়ণ করার গুরুত্ব অপরিসীম। সেই গুরুত্বকে বিবেচনায় রেখে এবং পরিকল্পনার পরিভাষা সার্বজনীন করার প্রয়াসে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স পরিকল্পনা পরিভাষার অভিধান প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের যুগ্ন সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ মোহাম্মদ রাসেল কবির এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে এবং গবেষণা সহযোগী পরিকল্পনাবিদ হোসনেআরা আলো ও পরিকল্পনাবিদ আতাহার আলী লিপুর সহযোগিতায় পরিকল্পনা পরিভাষা সংগ্রহ এর কাজ শুরু হয়। পরবর্তীতে পরিকল্পনা পরিভাষা কে বাংলায় রুপান্তর ও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে সম্পাদনা পরিষদের সহযোগিতায় প্রায় ১৬০০টি শব্দ কে বাংলা ভাষায় রুপান্তর করা হয় এবং পরিকল্পনা পরিভাষা গ্রন্থ সম্পাদন করা হয়।

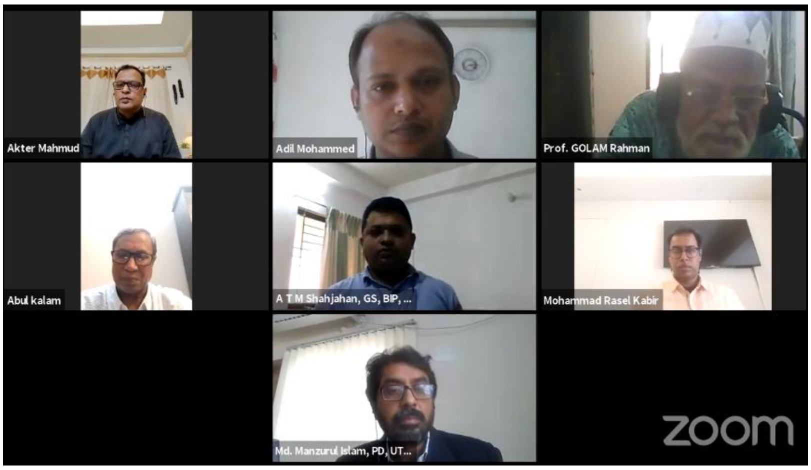

পরিকল্পনায় বাংলা ভাষার ব্যবহারকে সর্বজনীন করতে ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০২১ “নগর, অঞ্চল ও গ্রামীণ পরিকল্পনায় বাংলা ভাষা” শীর্ষক ভার্চুয়াল সংলাপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে “পরিকল্পনা পরিভাষা” গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ উন্মুক্ত করা হয়।

ভার্চুয়াল এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিআইপির সভাপতি অধ্যাপক ড. আকতার মাহমুদ। সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক ড. আদিল মুহাম্মদ খান।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন বিআইপির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান, উপদেষ্টা পরিষদের আহ্বায়ক পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. এ কে এম আবুল কালাম, বি.আই.পি.-র সহসভাপতি পরিকল্পনাবিদ মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম, যুগ্ম সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ মোহাম্মদ রাসেল কবির, কোষাধ্যক্ষ পরিকল্পনাবিদ তৌফিকুল আলম প্রমুখ।

একই সাথে পরিকল্পনা পরিভাষা গ্রন্থ কে সমৃদ্ধ করতে প্রতিনিয়ত এর কাজ চলমান থাকবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

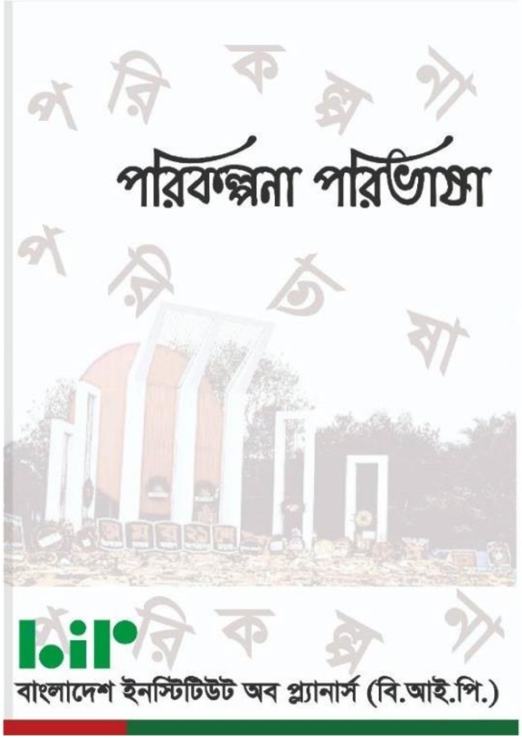

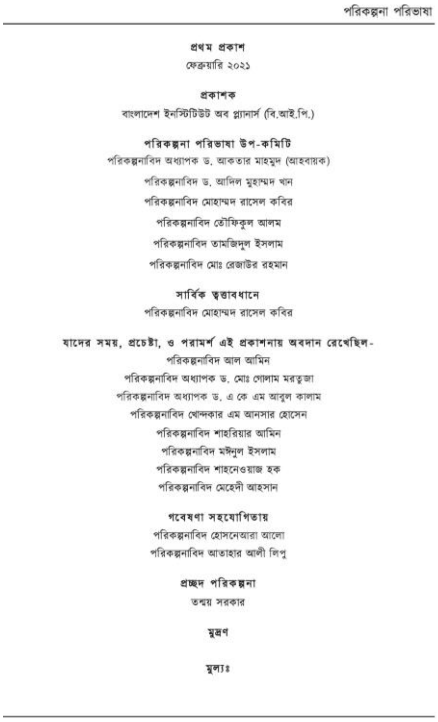
পরিকল্পনা পরিভাষা

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০২১

প্রকাশক
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.)

পরিকল্পনা পরিভাষা উপ-কমিটি
পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আকতার মাহমুদ (আহবায়ক)
পরিকল্পনাবিদ ড. আদিল মুহাম্মদ খান
পরিকল্পনাবিদ মোহাম্মদ রাসেল কবির
পরিকল্পনাবিদ তৌফিকুল আলম
পরিকল্পনাবিদ তামজিদুল ইসলাম
পরিকল্পনাবিদ মোঃ রেজাউর রহমান

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
পরিকল্পনাবিদ মোহাম্মদ রাসেল কবির

যাদের সময়, প্রচেষ্টা, ও পরামর্শ এই প্রকাশনায় অবদান রেখেছিল-
পরিকল্পনাবিদ আল আমিন
পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম মরতুজা
পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. এ কে এম আবুল কালাম
পরিকল্পনাবিদ খোন্দকার এম আনসার হোসেন
পরিকল্পনাবিদ শাহরিয়ার আমিন
পরিকল্পনাবিদ মঈনুল ইসলাম
পরিকল্পনাবিদ শাহনেওয়াজ হক
পরিকল্পনাবিদ মেহেদী আহসান

গবেষণা সহযোগিতায়
পরিকল্পনাবিদ হোসনেআরা আলো
পরিকল্পনাবিদ আতাহার আলী লিপু

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
তন্ময় সরকার

মুদ্রণ

মূল্যঃ

BIP Dialgoue Session on "Project Management Techniques and Its Application in Planning"

১০ মার্চ ২০২১

১০ মার্চ ২০২১ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.) কর্তৃক অনলাইন প্লাটফর্ম এ "Project Management Techniques and its Application in Planning" শীর্ষক সংলাপের আয়োজন করা হয়। উক্ত সংলাপে বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ শহীদ রেজা, পিএমপি, প্রিন্স২ প্রাকটিশনার এবং পরিকল্পনাবিদ মোহাম্মদ আল-আমিন নূর, পিএমপি।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স কর্তৃক আয়োজিত প্ল্যানার্স গেট টুগেদার ২০২১

১৩ মার্চ ২০২১

গত ১৩ মার্চ ২০২১ তারিখ শনিবার বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.) সদস্য ও তাদের পরিবার বর্গের সদস্যদের নিয়ে বিরুলিয়া, সাভারে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে একটি উৎসব মুখর দিন পালন করা হয়। সারাদিন ব্যাপী এ আয়োজনে ছিলো নবীন প্রবীণ পরিকল্পনাবিদদের উৎসব মুখর মিলনমেলা। বিভিন্ন ইভেন্ট এর মধ্যে ছিলো পিঠা ও ফল উৎসব, ছোটদের ঝুড়িতে বল নিক্ষেপ, পিলো পাসিং এবং সর্বশেষে ছিলো লটারি।

মধ্যাণ্য ভোজের পর শুরু হয় পিলো পাসিং এবং র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠান। একে একে র‍্যাফেল ড্র তে বিজয়ীর নাম প্রকাশ করা হয় এবং তাদের হাতে পুরষ্কার তুলে দেওয়া হয়। আয়োজনে উপস্থিত সকল শিশু অংশগ্রহণকারীদের জন্য উপহারের ব্যবস্থা রাখা হয়। একই সাথে গেট টুগেদারে উপস্থিত সকল পরিকল্পনাবিদ ও তাদের পরিবারবর্গের মাঝে বিআইপির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার প্রদান করা হয়। এরপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে দিনব্যাপি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন বিআইপি সভাপতি ড. আকতার মাহমুদ।

ছবিঃ গেট টুগেদার অংশগ্রহণকারী পরিকল্পনাবিদ ও তাদের পরিবারের একাংশ

ছবিঃ গেট টুগেদার অনুষ্ঠানে ফুটবল খেলার দৃশ্য

চিত্রঃ ছোট বাচ্চাদের খেলা-ধুলার দৃশ্য

চিত্রঃ গ্রামীণ পিঠা পর্ব

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্ম শতবর্ষে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.)-র পক্ষ থেকে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি

১৭ মার্চ ২০২১

স্বাধীন বাংলাদেশের পরিকল্পনাকারী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্ম শতবর্ষে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.)-র পক্ষ থেকে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি

সমসাময়িক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সংবাদ সম্মেলন

১৮ মার্চ ২০২১

নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়নে পরিবেশ- প্রতিবেশকে গুরুত্ব দিয়ে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ, জলাশয়কেন্দ্রিক গণপরিসর তৈরি, রাজনৈতিক সদিচ্ছার মাধ্যমে খাল-জলাশয় পুনরুদ্ধার ও দূষণ রোধ, মশক নিধনে পরিচ্ছন্ন শহর গড়ে তোলা, এলাকাভিত্তিক খেলার মাঠ তৈরি ও সকলের প্রবেশ নিশ্চিতকরণ, ওয়ার্ড কাউন্সিল শক্তিশালী করণ ও উন্নয়ন প্রকল্পের দুর্নীতি ও কমিশন বাণিজ্যের বিষয়টি নিয়ে নির্মোহ তদন্তের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্পের সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে টেকসই ও পরিকল্পিত নগর গড়ে তোলা সম্ভব বলে মনে করছেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.) ।

১৮ মার্চ ২০২১ বৃহস্পতিবার ঢাকাস্থ প্ল্যানার্স টাওয়ারে বি.আই.পি.-র উদ্যোগে আয়োজিত সমসাময়িক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা শীর্ষক এক সংবাদ সম্মেলনে উপরোক্ত মতামত দেয়া হয়। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর সভাপতি পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আকতার মাহমুদ এর সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন বি.আই.পি.-র সাধারণ সম্পাদক ড. আদিল মুহাম্মদ খান।

ঢাকা শহরের খালগুলোর দায়িত্ব হস্তান্তরকে তাৎপর্য্যপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে উল্লেখ করে ড. আদিল মুহাম্মদ খান বলেন, খাল ও বক্স কালভার্ট গুলো থেকে বর্জ্য অপসারণ একটি প্রসংশনীয় উদ্যোগ। এছাড়াও খালকে দখলমুক্ত করতে এবং পুনরুদ্ধার অভিযানে পরিপূর্ণ সফলতা পেতে প্রয়োজন খাল দখল ও দূষণের সাথে জড়িত সকলকে চিহ্নিত করা। এ লক্ষ্যে বি.আই.পি. মনে করে, সিটি কর্পোরেশনকে রাজনৈতিক স্বদিচ্ছা ও অনমনীয় দৃঢ়তার মাধ্যমে খালসমূহকে দখল ও দূষণমুক্ত করতে হবে। এছাড়াও ঢাকাকে জলজটমুক্ত রাখতে আন্তঃসংযোগ বৃদ্ধি কিংবা খালের কার্যকারিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি জলাশয়, জলাভূমি, প্লাবনভূমি, বন্যাপ্রবাহ এলাকা সংরক্ষণ করা, পুকুরসমূহকে জলাধার হিসেবে চিহ্নিত ও সংরক্ষণ করা, প্রকল্প প্রণয়নের সময় খাল ও জলাধার ভরাট করে কৃত্রিম ড্রেনেজ ব্যবস্থাকে নিরুৎসাহিত করে প্রকৃতি ভিত্তিক নগর পরিকল্পনা প্রণয়ণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।

বি.আই.পি.-র সভাপতি পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আকতার মাহমুদ বলেন, প্রত্যক উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রকৃতি নির্ভর পরিকল্পনাকে গুরুত্ব দিয়ে সামগ্রিকভাবে পরিকল্পনার দর্শনে পরিবর্তন আনতে হবে এবং প্রকৃতি নির্ভর টেকসই ও সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। খাল-জলাশয় দূষণ ও দখল এর সাথে যারা জড়িত তাদেরকে চিহ্নিত করে যথাযথ শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ওয়ার্ড কেন্দ্রিক উন্নয়ন ব্যবস্থাপনাকে সুসঙ্গত ও দৃঢ় করতে হবে তাহলেই গণপরিসর, খেলার মাঠ, পার্ক দখল, তদারকি, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার উন্নতি হবে। তিনি আরও বলেন, উন্নয়নের মাধ্যমে যেন সামাজিক বিভাজন তৈরি না হয়।

ঢাকা শহরের অনেক খেলার মাঠ আধুনিকায়নের প্রসঙ্গ টেনে অধ্যাপক আকতার মাহমুদ বলেন, পার্ক-খেলার মাঠ উন্নয়ন করা হয়েছে কিন্তু স্থানীয় শিশুরা প্রবেশ করতে পারছেনা এমন উদাহারণ আছে। অথচ এসডিজির মূল লক্ষ্য হচ্ছে অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। তাই সকল ধরনের নাগরিক সেবায় প্রান্তিক মানুষ থেকে সকল শ্রেনীর মানুষের অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে তাদের দায়িত্বে সচেতন হতে হবে বলেও মন্তব্য করেন বি.আই.পি.-র সভাপতি।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২১ উদযাপন

২৬ মার্চ ২০২১

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর এই মাহেন্দ্রক্ষণে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর পক্ষ থেকে গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি!

চলমান করোনা মহামারী পরিস্থিতিতে জাতীয় স্মৃতি সৌধে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানোর অনুষ্ঠানটি এ বছর অনুষ্ঠিত হয়নি।

এই দিনে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয় মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদসহ জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামে অবদান রাখা সকল আত্নত্যাগকারীদের, যাদের পরম আত্নত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি আমাদের প্রাণপ্রিয় স্বাধীনতা ও প্রিয় বাংলাদেশ।

একইসাথে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর পক্ষ থেকে সকলকে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের শুভেচ্ছা জানানো হয়।

BIP Discussion Program, in association with UNDP and UKaid: “Future Urbanization in Bangladesh: Priority Issues”

২১ মার্চ ২০২১

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স ২১ মার্চ ২০২১ সকাল ১১টায় ‘Future Urbanization in Bangladesh: Priority Issues’ শীর্ষক ওয়েবিনারের আয়োজন করে। আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়ন বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে পরিকল্পনার অনুশীলন অনুপস্থিত। আমাদের উন্নয়নকে টেকসই করতে হলে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সকল প্রতিষ্ঠানকে এক সাথে কাজ করার মানসিকতা তৈরি করতে

হবে এবং দেশের নগর এলাকার পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকাকে জাতীয় ভৌত পরিকল্পনার আওতায় আনা প্রয়োজন।

আবাসন নিয়ে যেসব নীতিমালা করা হয়েছে, তার বাস্তবায়নের হার অনেক কম। যার প্রধান কারণ হলো পরিসংখ্যান এবং বাস্তবতা নিয়ে কোনো কথা বলা হয় না। দেশের সার্বিক উন্নয়নে নগর ও অঞ্চল এলাকার সুষ্ঠু পরিকল্পনার কোনো বিকল্প নেই। তাই নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা আইন এর দ্রুত বাস্তবায়ন এখন সময়ের দাবী।

বিআইপি’র সভাপতি পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আকতার মাহমুদ এর সভাপতিত্বে আলোচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিআইপি’র সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ ড. আদিল মুহাম্মদ খান, ইউএনডিপি বাংলাদেশ এলসিইউসিপি/ এনইউপিআরপি এর প্রকল্প ব্যবস্থাপন যোগেশ প্রধানাঙ, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ মো. মাকসুদ হাশেম, ইউএন-হ্যাবিট্যাট বাংলাদেশ এর কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ মো. আকতারুজ্জামান, মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ম্যাব) এর সভাপতি দেওয়ান কামাল আহেমেদ, ব্র্যাকের নগর উন্নয়ন কর্মসূচী’র পরিচালক ড. মো. লিয়াকত আলী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এর নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. হালিমা বেগম, স্থপতি পরিকল্পনাবিদ সালমা এ শফি, মোস্তফা কাইয়ুম খান প্রমুখ।

স্বপ্নের বাংলাদেশ বিনির্মাণে পরিকল্পনার গুরুত্ব শীর্ষক সেমিনার

২৮ মার্চ ২০২১

রাষ্ট্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবার কথা বলা হলেও স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও উন্নয়নের আঞ্চলিক বৈষম্য দেখা যায়। এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে আঞ্চলিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সারাদেশের সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে স্বাধীনতার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ করতে হবে; এলক্ষ্যে স্বপ্নের বাংলাদেশ বিনির্মাণে পরিকল্পনাবিদদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী এবং মুজিব জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.)-র উদ্যোগে অদ্য ২৮ মার্চ ২০২১ (রবিবার), দুপুর ১২.৩০ টায় সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত “স্বপ্নের বাংলাদেশ বিনির্মাণে পরিকল্পনার গুরুত্ব” শীর্ষক সেমিনার নগর পরিকল্পনাবিদগণ এমন মন্তব্য করেন।

ছবিঃ মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি মহোদয়কে ফুল দিয়ে বরণ করেন বিআইপি সভাপতি পরিকল্পনাবিদ ড. আকতার মাহমুদ ও সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ ড. আদিল মুহাম্মদ খান

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর যুগ্ম সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ মোহাম্মদ রাসেল কবির এর সঞ্চালনায় সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি। এছাড়াও সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর সভাপতি পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আকতার মাহমুদ।

চিত্রঃ অনুষ্ঠানে উপস্থিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ ও বি.আই.পি. সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক

সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বি.আই.পি.-র সহ-সভাপতি পরিকল্পনাবিদ মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স-এর সাধারন সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ ড. আদিল মুহাম্মদ খান ~~বলেন~~।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি বলেন, পরিকল্পনা এবং উন্নয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিশ্বাসযোগ্যভাবে সকলের কাছে পৌছানো সম্ভব হলেই উন্নয়নের বিপ্লব সম্ভব। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নগর ও গ্রামের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দুর করার উদ্দেশ্যে সারা দেশের উন্নয়ন নিয়েই আজীবন কাজ করে গিয়েছেন এবং বর্তমান সরকার সেই লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছেন। উপজেলা পর্যায়ে নগর পরিকল্পনাবিদ নিয়োগের মাধ্যমে দেশের ভৌত উন্নয়নকে আরো টেকসই ও স্থায়িত্বশীল করা হবে বলে মন্তব্য করেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী।
সেমিনার উপস্থিত বক্তারা আরো বলেন, স্বাধীনতার অর্ধশত বছরে এসে দেশের প্রবাহমান উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে মহাপরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের স্থায়িত্বশীল ও টেকসই নগর উন্নয়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে নগর ও গ্রাম সমূহের ভৌত পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নয়ন ও অবকাঠামো নির্মাণ হওয়া প্রয়োজন। এলক্ষ্যে যে সকল পরিকল্পনা ইতোমধ্যে তৈরী হয়েছে তার দ্রুত গেজেট প্রকাশ করা দরকার এবং যে সকল শহরের মহাপরিকল্পনা এখনও প্রস্তুত করা হয়নি তা দ্রুত প্রণয়নের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ দরকার।

একইসাথে মহাপরিকল্পনা সমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নগর ও গ্রামীণ স্থানীয় সরকার সমূহকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী করা এবং প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক সংস্থান সৃষ্টি করা দরকার। এছাড়াও পরিকল্পিত নগর, অঞ্চল ও গ্রামীণ উন্নয়ন-কে সঠিক নীতি ও আইনী কাঠামোর আওতায় আনবার লক্ষ্যে খসড়া "নগর উন্নয়ন নীতি" এবং "নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা আইন"-র চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়ে তা প্রকাশের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। মহাপরিকল্পনাভিত্তিক পরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন ও ইউনিয়ন পর্যায়ে পরিকল্পনার অনুশীলন ও পরিকল্পনার পেশা সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বক্তারা অভিমত দেন।

“সমসাময়িক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা; প্রসংগঃ আরমানিটোলা অগ্নিকান্ড, ঢাকায় সাবওয়ে নির্মাণ, করোনা পরিস্থিতিতে সার্বজনীন স্বাস্থ্যসুবিধা ও সামাজিক নিরাপত্তা, নগর এলাকায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি” সম্পর্কিত সমসাময়িক পরিকল্পনা সংলাপ

২৯ এপ্রিল ২০২১

পুরান ঢাকাসহ দেশের সব স্থানে অনুমোদনহীন ও বেআইনিভাবে গড়ে ওঠা রাসায়নিক গুদাম ও কারখানা স্থাপনকারীদের আইনের আওতায় এনে মানুষের জীবন রক্ষার্থে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া উচিত। একইসাথে ঢাকা সাবওয়ে নির্মাণের মতো মেগা প্রকল্প শুরুর আগে রাজধানী ঢাকা ও বাংলাদেশের পরিকল্পনাগত ও আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা আর বিভিন্ন বিকল্পকে মাথায় রেখে দেশের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। বৈশ্বিক করোনা মহামারির শিক্ষা কাজে লাগিয়ে উন্নয়ন দর্শন ও পরিকল্পনায় প্রথাগত অবকাঠামোগত উন্নয়ন ধারণাকে প্রাধান্য না দিয়ে সামাজিক সুবিধা, স্বাস্থ্য, শিক্ষায় অংশগ্রহণ বাড়ানো উচিত এবং সব নাগরিককে সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় নিয়ে আসা উচিত।

চিত্রঃ সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য প্রদান করছেন বিআইপি সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক আদিল মুহাম্মদ খান ও সভাপতি পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আকতার মাহমুদ

বৃহস্পতিবার (২৯ এপ্রিল) অনলাইনে আয়োজিত বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.) এর “সমসাময়িক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গ” নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে বিআইপি'র পক্ষ থেকে এসব মতামত তুলে ধরা হয়।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. আদিল মুহাম্মদ খান মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

বি.আই.পি.-র পক্ষ থেকে বলা হয়, পুরান ঢাকার আরমানিটোলার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রাণহানি ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ঘটনাকে দুর্ঘটনা নয়, বরং ব্যবসায়ী, বাড়ির মালিকসহ সংশ্লিষ্টদের অতি মুনাফা লাভের প্রবণতা এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার সম্মিলিত দায়ের ফলাফল। পুরান ঢাকা বোমার ওপর বাস করছে, এটা জানার পরও মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন সংস্থার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না হওয়ার পেছনে প্রভাবশালী

মহল ও রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার যে দায় আছে, তা উপেক্ষা করে জনস্বার্থ ও মানুষের জান-মাল রক্ষায় সরকার কঠোর পদক্ষেপ না নিলে এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতেই থাকবে।

বি.আই.পি.র সাধারণ সম্পাদক বলেন, পুরান ঢাকার রাসায়নিক গুদাম ও কারখানাগুলোর অধিকাংশই ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ও আদর্শগত মান অনুসরণ করে নির্মিত হয়নি এবং অনুমোদনহীনভাবে পরিচালিত হচ্ছে। পরিকল্পনাবিদ ড. আদিল বলেন, বর্তমান বাস্তবতায় কেমিক্যাল শিল্প পার্ক বাস্তবায়ন সময়সাপেক্ষ। অন্তর্বর্তীকালীন সমাধান হিসেবে পুরান ঢাকায় যত্রতত্র ছড়িয়ে থাকা রাসায়নিক গুদামগুলোকে শৃঙ্খলায় আনার জন্য পাঁচটি প্রস্তাবনা দেয়া হয় বি.আই.পি.'র পক্ষ থেকে।

প্রস্তাবনাগুলো হলো-
১. অতিরিক্ত বিপজ্জনক রাসায়নিক গুদামগুলোকে দেরি না করে সরকারি-বেসরকারি শিল্প এলাকায় স্থানান্তর করার উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।
২. তুলনামূলক কম বিপজ্জনক রাসায়নিক গুদামকে পুরান ঢাকার সুনির্দিষ্ট কিছু ভবনের মধ্যে স্থানান্তর করে ঝুঁকি কমানো যায় কিনা সে ব্যাপারেও পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।
৩. আবাসিক ভবনে মিশ্র ব্যবহারের নামে রাসায়নিক গুদাম বা কারখানা কোনোভাবেই অনুমোদন দেয়া যাবে না এবং দেরি না করে আবাসিক ভবন থেকে সব রাসায়নিক গুদাম বা কারখানা সরাতে হবে।
৪. রাসায়নিক উপাদান উৎপাদন, বিপণন, বিক্রি ও গুদামজাত করার বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।
৫. পুরান ঢাকার বাইরে টঙ্গী, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, চট্টগ্রাম এসব শিল্প এলাকায় ঝুঁকিপূর্ণভাবে রাসায়নিক গুদাম আছে, সেগুলোকে নজরদারির আওতায় এনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঢাকার সাবওয়ে নির্মাণের উদ্যোগ সম্পর্কে বি.আই.পি.'র পক্ষ থেকে বলা হয়, সেতু কর্তৃপক্ষের সাবওয়ে সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রকল্প প্রধানত কারিগরি সমীক্ষা। এই ধরনের সাবওয়ে প্রকল্পের কোন দিক নির্দেশনা বর্তমান কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা, আরএসটিপি বা ঢাকা শহরের মহাপরিকল্পনা, বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনায় নেই। পরিবহন বিষয়ক অবকাঠামোগত পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় দীর্ঘদিন ধরেই উচ্চতর পরিকল্পনা প্রস্তাবনা অনুসরণ না করে বিচ্ছিন্নভাবে ও পর্যাপ্ত পরিকল্পনাগত বিশ্লেষণ না করেই মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের ধারা আছে।

অধ্যাপক আদিল বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নগর পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সাবওয়ে প্রধানত উচ্চ আয়ের দেশগুলোর সীমিত সংখ্যক কিছু শহরে নির্মিত হলেও সাবওয়ে নির্মাণ অনেক ব্যয়বহুল প্রকল্প। বিশ্বের অতি ধনী দেশগুলোও এখন নতুন করে নগরের বিস্তৃত নেটওয়ার্কজুড়ে সাবওয়ে নির্মাণের মত উচ্চাভিলাষী প্রকল্প নেয়ার ক্ষেত্রে অনেক সাবধানী। সেখানে বাংলাদেশ যদিও মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হবার যাত্রাপথে আছে, দেশের মাথাপিছু আয় উন্নত দেশের তুলনায় এখনও অল্প। বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় যেখানে প্রায় ২ হাজার ডলার, সেখানে আমেরিকার ৭০ হাজার (বাংলাদেশের ৩৫ গুণ), সিঙ্গাপুরের ৬৫ হাজার (৩৩ গুণ), জার্মানির ৫০ হাজার (২৫ গুণ), ইংল্যান্ড ৪৫ হাজার (২৩ গুণ), জাপান ৪০ হাজার ডলার (২০ গুণ)। তাই সাবওয়ে নির্মাণের মত অর্থনৈতিক শক্তি এ দেশের নেই বললেই চলে।

সংবাদ সম্মেলনে আরও বলা, হয় ইমারত ও নগর পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিবিধান সংশোধন করে এবং সুষ্ঠু নগর পরিকল্পনার মাধ্যমে নগর এলাকায় সবুজ এলাকা ও জলাশয় বাড়ানোর মাধ্যমে নগর এলাকার তাপমাত্রা বৃদ্ধি রোধ না করতে পারলে সামনের দিনগুলোতে আরো বিপদ অপেক্ষা করছে ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের অন্যান্য নগর এলাকার জন্য। পাশাপাশি পরিবেশ-প্রতিবেশ, জনস্বার্থ-জনস্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দিয়ে প্রকল্প প্রণয়ন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে মত দেন নগর পরিকল্পনাবদদের পেশাজীবি সংগঠন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের উন্নয়ন প্রকল্পের নামে গাছ কাটা ও পরিবেশের বিপর্যয় বিষয়ে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

উদ্যান-পার্কে কংক্রীট ও অবকাঠামো নির্মাণের স্বেচ্ছাচার বন্ধ করুনঃ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.)

ঢাকার অক্সিজেনের আধার ও ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের উন্নয়ন প্রকল্পের নামে বৃক্ষনিধনসহ উদ্যানের গাছপালা, পরিবেশ-প্রতিবেশ এর উপর যে ধ্বংসযজ্ঞ ইতিমধ্যে চালানো হয়েছে তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.)। নগর পরিকল্পনাবিদদের কোনরূপ সম্পৃক্ত না করেই মহাপরিকল্পনার নাম দিয়ে এবং শহর পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আদর্শ পরিকল্পনাগত পদ্ধতি অনুসরণ না করে যদি কোন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হলে যে পরিণতি হবার কথা ছিল, ঢাকার সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের ক্ষেত্রে সেই পরিণতিই হয়েছে। স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক ডিজাইনকৃত সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের উন্নয়ন প্রকল্পে বাংলাদেশের বিদ্যমান পরিকল্পনা, পরিবেশ ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট আইন-বিধিবিধান অনুসরণ করা হলে সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে পরিবেশের উপর এরূপ ধ্বংসযজ্ঞ হবার কথা ছিল না বলে বিআইপি মনে করে। পাশাপাশি ঢাকার বিভিন্ন পার্ক, খেলার মাঠ ও গণপরিসর ডিজাইনে যে পরিমান অবকাঠামো, কংক্রিটের ব্যবহার, কফিশপ, রেঁস্তোরা নির্মাণের মাধ্যমে গণপরিসরের চরিত্র পরিবর্তনের মাধ্যমে কর্পোরেটাজাইজেশন করবার সাম্প্রতিক ধারা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তাতে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.) গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

বিদ্যমান ঢাকা মহানগর ইমারত নির্মাণ বিধিমালাতে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে, পাবলিক পার্ক এবং খোলা পরিসরে যেকোন ইমারত নির্মাণের জন্য অনুমোদনের প্রয়োজন হবে এবং খোলা পরিসরের শতকরা ৫ ভাগের বেশি জায়গায় অবকাঠামো হতে পারবে না। পাশাপাশি এই ধরনের পার্কের ক্ষেত্রে বড় ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প নিতে গেলে ইমারত নির্মাণ বিধিমালার আওতায় গঠিত 'নগর উন্নয়ন কমিটি'র মতামত নেয়া অত্যাবশ্যক। আইনের সুস্পষ্ট বাধ্যবাধকতা থাকা সত্বেও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের প্রকল্পের পরিকল্পনা নগর উন্নয়ন কমিটির অনুমোদন ব্যতিরেকে এবং বিশেষজ্ঞ মূল্যায়ন কিংবা জনসাধারণের কাছে মতামতের জন্য গণশুনানি ছাড়াই এই ধরনের প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ আইনের সুস্পষ্ট ব্যত্যয় এবং পরিকল্পিত ও টেকসই ঢাকা মহানগরী গড়বার বৃহৎ লক্ষ্যের সাথে সাংঘর্ষিক বলে মনে করে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স, যার দায়-দায়িত্ব প্রকল্প প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর এবং এই প্রকল্প প্রণয়নের সাথে যুক্ত পেশাজীবিদেরই সর্বাগ্রে নিতে হবে।

উদ্যান বা প্রাকৃতিক ও প্রতিবেশগত ভাবে গুরুত্বপূর্ণ কোন স্থানের প্রকল্প প্রণয়নে যথোপযুক্ত পেশাজীবি যথা নগর পরিকল্পনাবিদ, স্থপতি, নগর নকশাবিদ, প্রকৌশলী, উদ্যানতত্ত্ববিদ, বাস্তুতন্ত্র ও প্রতিবেশ বিশেষজ্ঞ, সমাজবিজ্ঞানী প্রভৃতি বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে নকশা প্রণয়ন করাটাই বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত পদ্ধতি। পাশাপাশি এই ধরনের নকশা প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে উদ্যান ব্যবহারকারী সহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় করাটা পরিকল্পনা পদ্ধতির অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা বিশ্বের আধুনিক নগর পরিকল্পনায় ধারায় অনুসরণ করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় প্রকল্পের পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়ণ এর পর তা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয় সকলের মতামত গ্রহণের জন্য; পাশাপাশি নগর পরিকল্পনাবিদ, নগর নকশাকার, উদ্যানতত্ত্ববিদ প্রমুখ বিশেষজ্ঞ প্যানেলের কাছে নকশা উপস্থাপন করা হয় বিশেষজ্ঞ মতামত প্রদানের জন্য এবং প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে উদ্যান বা গণপরিসরের চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের উন্নয়ন পরিকল্পনায় উপরোক্ত পরিকল্পনা পদ্ধতি অনুসরণ না করেই প্রকল্প চূড়ান্তকরণের মাধ্যমে বৃক্ষ নিধন ও পরিবেশ-প্রতিবেশ ধ্বংস করে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যা চূড়ান্তভাবে অপেশাদারী আচরণ ও গণপরিসরের উপর জনগণের যে অংশীদারিত্ব রয়েছে তার চূড়ান্ত

অবমূল্যায়ন। আরও পরিতাপের বিষয় হচ্ছে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের উন্নয়ন পরিকল্পনায় বড় পরিসরের গাড়ি পার্কিং, রেস্তোরা নির্মাণ সহ অবকাঠামোগত যে পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে তার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন হলে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের উদ্যান চরিত্র নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা প্রবল, যা বিদ্যমান 'উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০' এর সুস্পষ্ট ব্যত্যয়।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে, বংগবন্ধুর ৭ ই মার্চ এর ভাষণ এবং ১৬ই ডিসেম্বর পাক হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের স্মৃতি বিজড়িত এই ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের প্রকৃতি ও পরিবেশকে অক্ষুণ্ন রেখেই আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের এই স্মৃতিময় স্থানগুলোকে চিরভাস্মর করে রাখবার পরিকল্পনা করা সম্ভব। রেস্টুরেন্ট তৈরী, গাড়ি পার্কিং নির্মাণ কিংবা অন্যান্য যে সকল অবকাঠামো পরিকল্পনা বর্তমান নকশাতে আছে তা উপরোক্ত উদ্দেশ্য পূরণে পুরোপুরি ব্যর্থ হবে। বিদ্যমান বাস্তবতায় বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স নিম্নের প্রস্তাবনাসমূহ নীতিনির্ধারণী মহল সহ সংশ্লিষ্ট সকলের বিবেচনার জন্য সুপারিশ করছেঃ

- প্রথমতঃ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ অনতিবিলম্বে বন্ধ করে দিয়ে প্রস্তাবিত প্রকল্পের পরিকল্পনাগত বিশ্লেষণ ও পরিবেশ-প্রতিবেশগত প্রয়োজনীয় সমীক্ষা করবার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংশোধনী ও পরিমার্জন করে প্রকল্পের পরিকল্পনার প্রণয়ন করা।
- দ্বিতীয়তঃ প্রকল্প প্রণয়নে যথোপযুক্ত পেশাজীবি যথা নগর পরিকল্পনাবিদ, স্থপতি, নগর নকশাবিদ, প্রকৌশলী, উদ্যানতত্ত্ববিদ, বাস্তুতন্ত্র ও প্রতিবেশ বিশেষজ্ঞ, সমাজবিজ্ঞানী প্রভৃতি বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভূক্ত করা।
- তৃতীয়তঃ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের উন্নয়ন প্রকল্পের পরিকল্পনা ইমারত নির্মাণ বিধিমালার আওতায় গঠিত 'নগর উন্নয়ন কমিটি'র মতামত সাপেক্ষে অনুমোদনের মাধ্যমে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া।
- চতুর্থতঃ স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক সোহরাওয়ার্দী উদ্যান সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পের ডিজাইনে পেশাজীবীদের 'প্রফেশনাল কোড অব এথিক্স এবং স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস' এর ব্যত্যয় ঘটে থাকলে সংশ্লিষ্টদের পেশাজীবি ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া
- পঞ্চমতঃ নগর পরিকল্পনা ও নির্মিত পরিবেশ সংশ্লিষ্ট পেশাজীবিদের 'প্রফেশনাল কোড অব এথিক্স' মেনে গণপরিসর পরিকল্পনায় পরিবেশ-প্রতিবেশ-জনস্বার্থ সংরক্ষণে সর্বোচ্চ পেশাদারী আচরণ নিশ্চিত করা
- ষষ্ঠতঃ সোহরাওয়ার্দী উদ্যান সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বৃক্ষ নিধন ও পরিবেশ-প্রতিবেশ এর ক্ষতিসাধন এর সাথে সাথে সংশ্লিষ্টদের দ্রুত তদন্ত সাপেক্ষে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত যেন বাংলাদেশের আর কোথাও পরিবেশ-প্রতিবেশকে ধ্বংস করে উন্নয়ন ও সৌন্দর্যবর্ধনের নামে হঠকারি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া না হয়।
- সপ্তমতঃ বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় সারা দেশের উদ্যান, পার্ক, খেলার মাঠ, গণপরিসর পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণে পেশাজীবিদের সমন্বয়ে অনিতিবিলম্বে বিশেষ সংস্থা গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে, ঢাকা নগরের পরিবেশ-প্রতিবেশের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং বংগবন্ধুর ৭ ই মার্চ এর ভাষণসহ আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামের অনেক ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সঠিক পরিকল্পনার প্রণয়নের মাধ্যমে ঐতিহাসিক স্মৃতি ও পরিবেশ দুটোই রক্ষা করা সম্ভব। এ ব্যাপারে পেশাজীবিসহ সংশ্লিষ্ট সবার আন্তরিকতা থাকলে আমরা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্যান সংরক্ষণ করবার মাধ্যমে পরিকল্পিত ও টেকসই ঢাকা গড়বার অংগীকার পালন করতে সমর্থ হব।

মেয়র সংলাপঃ নিরাপদ, টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নগর'

৫ মে ২০২১

সেভ দ্য চিলড্রেন ইন বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের (বি.আই.পি.) আয়োজনে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন সিভিল প্রোটেকশন অ্যান্ড হিউম্যানিটেরিয়ান এইডের (ইকো) সহযোগিতায় ‘নিরাপদ, টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নগর’ শীর্ষক এক ‘মেয়র সংলাপ’ অনুষ্ঠিত হয় ৫ মে ২০২১। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় মো. তাজুল ইসলাম, মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন, খুলনা সিটি করপোরেশন,চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন, নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন, সিলেট সিটি করপোরেশন, গাজীপুর সিটি করপোরেশন, ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশন, কান্ট্রি ডিরেক্টর, সেভ দ্য চিলড্রেন ইন বাংলাদেশ, হেড অব ইউরোপিয়ান কমিশনারস ডিরেক্টরেট জেনারেল, ইকো, সহকারী আবাসিক প্রতিনিধি, ইউএনডিপি, প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.), সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.)।

"উদ্যান-পার্কের উন্নয়ন প্রকল্প ও প্রকৃতি-পরিবেশ সুরক্ষা' শীর্ষক পরিকল্পনা সংলাপ

৯ মে ২০২১

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বিআইপি) এর উদ্যোগে 'উদ্যান-পার্কের উন্নয়ন প্রকল্প ও প্রকৃতি-পরিবেশ সুরক্ষা' শীর্ষক পরিকল্পনা সংলাপ অনলাইন মাধ্যমে ০৯ মে ২০২১ (রবিবার), সকাল ১১.০০টায় অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সংলাপ অনুষ্ঠানে উদ্যান বা প্রাকৃতিক ও প্রতিবেশগত ভাবে গুরুত্বপূর্ণ কোন স্থানের প্রকল্প প্রণয়নে যথোপযুক্ত পেশাজীবি যথা নগর পরিকল্পনাবিদ, স্থপতি, নগর নকশাবিদ, প্রকৌশলী, উদ্যানতত্ত্ববিদ, বাস্তুতন্ত্র ও প্রতিবেশ বিশেষজ্ঞ, সমাজবিজ্ঞানী প্রভৃতি বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে নকশা প্রণয়ন, সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় ও গণশুনানি, নগর উন্নয়ন কমিটির অনুমোদন, উন্নয়ন প্রকল্পে পরিবেশ ও প্রতিবেশের বিরূপ প্রভাব বিশ্লেষণ, জনবান্ধব উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ, সংশ্লিষ্ট আইন ও পেশাজীবী কোড অব এথিক্স এবং স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস অনুসরণ সহ বিভিন্ন মতামত উঠে আসে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ ড. আদিল মুহাম্মদ খানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বি.আই.পি.-র সভাপতি পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আকতার মাহমুদ, এছাড়াও বি.আই.পি.-র সহ-সভাপতি পরিকল্পনাবিদ মোঃ আরিফুল ইসলাম, যুগ্ম সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ মোহাম্মদ রাসেল কবির, ড্যাপের প্রকল্প পরিচালক পরিকল্পনাবিদ মোঃ আশরাফুল ইসলাম সহ আর অনেক পরিকল্পনাবিদ উপস্থিত ছিলেন।

উদ্যান-পার্কের উন্নয়ন প্রকল্প ও প্রকৃতি-পরিবেশ সুরক্ষা সম্পর্কিত প্রবন্ধ উপস্থাপনে বি.আই.পি.-র সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ ড. আদিল মুহাম্মদ খান বলেন, মহাপরিকল্পনার নাম দিয়ে এবং শহর পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আদর্শ পরিকল্পনাগত পদ্ধতি অনুসরণ না করে বৃক্ষনিধনসহ উদ্যানের গাছপালা, পরিবেশ-প্রতিবেশ বিনষ্ট করার মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে যেটা ঢাকার সাম্প্রতিক পরিবেশ বিপর্যয়েরও কারণ। ইমারত নির্মাণ বিধিমালাতে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে, পাবলিক পার্ক এবং খোলা পরিসরে যেকোন ইমারত নির্মাণের জন্য অনুমোদনের প্রয়োজন হবে এবং খোলা পরিসরের শতকরা ৫ ভাগের বেশি জায়গায়

অবকাঠামো হতে পারবে না একই সাথে ইমারত নির্মাণ বিধিমালার আওতায় গঠিত 'নগর উন্নয়ন কমিটি'র মতামত নিতে হবে। অথচ স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক ডিজাইনকৃত সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের উন্নয়ন প্রকল্পে বাংলাদেশের বিদ্যমান পরিকল্পনা, পরিবেশ ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট আইন-বিধিবিধান অনুসরণ করা হয়নি। এছাড়াও ঢাকার বিদ্যমান পার্ক বা উদ্যান এ কংক্রিট আচ্ছাদিত এলাকার পরিমাণ প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে যেখানে বনানী পার্ক (১.২ একর) এর মধ্যে শতকরা ৪২ ভাগ, ওসমানী উদ্যান ২৩ একর) এর মধ্যে শতকরা ৫২ ভাগ, গুলশান ২, বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ পার্ক (৯.৫ একর) এর মধ্যে শতকরা ৩৭ ভাগ, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান (৬৮ একর) এ মধ্যে শতকরা ৬৭ ভাগ কংক্রিটে আচ্ছাদিত।

উদ্যান-পার্কের উন্নয়ন প্রকল্প ও প্রকৃতি-পরিবেশ সুরক্ষায় বি.আই.পি.-র সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ ড. আদিল মুহাম্মদ খান বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর পক্ষ থেকে আটটি (০৮) প্রস্তাবনা তুলে ধরেন। প্রস্তাবনাসমূহ

•প্রথমতঃ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ অনতিবিলম্বে বন্ধ করে দিয়ে প্রস্তাবিত প্রকল্পের পরিকল্পনাগত বিশ্লেষণ ও পরিবেশ-প্রতিবেশগত প্রয়োজনীয় সমীক্ষা করবার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংশোধনী ও পরিমার্জন করে প্রকল্পের পরিকল্পনার প্রণয়ন করা।
•দ্বিতীয়তঃ প্রকল্প প্রণয়নে যথোপযুক্ত পেশাজীবি যথা নগর পরিকল্পনাবিদ, স্থপতি, নগর নকশাবিদ, প্রকৌশলী, উদ্যানতত্ত্ববিদ, বাস্তুতন্ত্র ও প্রতিবেশ বিশেষজ্ঞ, সমাজবিজ্ঞানী প্রভৃতি বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভূক্ত করা।
•তৃতীয়তঃ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের উন্নয়ন প্রকল্পের পরিকল্পনা ইমারত নির্মাণ বিধিমালার আওতায় গঠিত 'নগর উন্নয়ন কমিটি'র মতামত সাপেক্ষে অনুমোদনের মাধ্যমে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া।
•চতুর্থতঃ স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক সোহরাওয়ার্দী উদ্যান সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পের ডিজাইনে পেশাজীবীদের 'প্রফেশনাল কোড অব এথিক্স এবং স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস' এর ব্যত্যয় ঘটে থাকলে সংশ্লিষ্টদের পেশাজীবি সংগঠনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া
•পঞ্চমতঃ নগর পরিকল্পনা ও নির্মিত পরিবেশ সংশ্লিষ্ট পেশাজীবিদের 'প্রফেশনাল কোড অব এথিক্স' মেনে গণপরিসর পরিকল্পনায় পরিবেশ-প্রতিবেশ-জনস্বার্থ সংরক্ষণে সর্বোচ্চ পেশাদারী আচরণ নিশ্চিত করা
•ষষ্ঠতঃ সোহরাওয়ার্দী উদ্যান সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বৃক্ষ নিধন ও পরিবেশ-প্রতিবেশ এর ক্ষতিসাধন এর সাথে সাথে সংশ্লিষ্টদের দ্রুত তদন্ত সাপেক্ষে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত যেন বাংলাদেশের আর কোথাও পরিবেশ-প্রতিবেশকে ধ্বংস করে উন্নয়ন ও সৌন্দর্যবর্ধনের নামে হঠকারি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া না হয়।
•সপ্তমতঃ বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় সারা দেশের উদ্যান, পার্ক, খেলার মাঠ, গণপরিসর পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণে পেশাজীবিদের সমন্বয়ে অনিতিবিলম্বে বিশেষ সংস্থা গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।
•অষ্টমতঃ দেশের সকল উদ্যান-পার্ক এর পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়নে কংক্রিট-অবকাঠামো নির্মাণের সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এসে প্রকৃতি-পরিবেশকে অক্ষুণ্ন রেখে উন্নয়ন পরিকল্পনা করা।

Online Training Workshop on Basic Photography

২৮ মে ২০২১

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স আয়োজিত Online Training Workshop on Basic Photography আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর যুগ্ম সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ মোহাম্মদ রাসেল কবিরের তত্ত্বাবধানে উক্ত ট্রেনিং ওয়ার্কশপে প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন পরিকল্পনাবিদ ও ফটোগ্রাফার লিসান আসিব খান এবং ফটোগ্রাফার এহসান আলি বিশ্বাস লিথু।

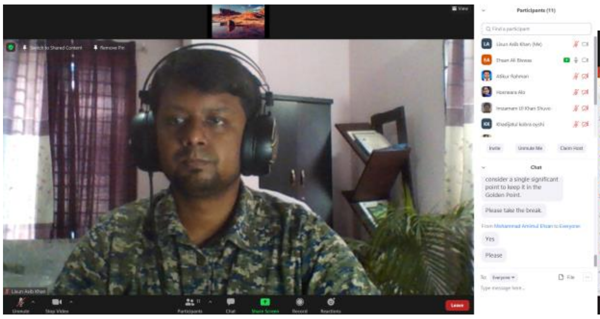

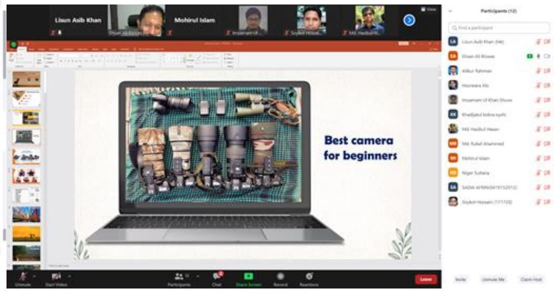

Online Training Workshop on Basic Photography

Organized By

Bangladesh Institute of Planners (BIP)

Date: 28 May 2021 & 04 June 2021, Time: 03:00 PM to 06:00 PM

Course Outline

Friday, 28 May 2021 (First Day)
Duration: 3 hours (03:00 PM to 06:00 PM)

1. Photography Concept & Technology
2. Primary Discussion on using Photographic Equipment
3. Understanding ISO, Shutter Speed & Exposure
4. Understanding Light & Use of the light source
5. How to get a sharp image
6. Framing and composition in the Field
7. How to Connect with your subjects
8. Discussion about image processing.

Friday, 04 June 2021 (Second Day)
Duration: 3 hours (03:00 PM to 06:00 PM)

9. Review of 1st-Day
10. Different Types of Lenses
11. Different types of Photography
12. Discussion about Aerial & Landscape Photography
13. Discussion about Urban landscape / Cityscape Photography
14. How to make Series or Photo Story
15. Discussion about our upcoming works
16. Q & A Session

‘জাতীয় বাজেট ২০২১-২২: পরিকল্পনাগত পর্যালোচনা’ শীর্ষক পরিকল্পনা সংলাপ

১০ জুন ২০২১

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.) এর উদ্যোগে অনলাইন প্লাটফর্মে ‘জাতীয় বাজেট ২০২১-২২: পরিকল্পনাগত পর্যালোচনা’ শীর্ষক একটি পরিকল্পনা সংলাপ ১০ জুন ২০২১, বৃহস্পতিবার, সকাল ১১.০০টায় আয়োজন করা হয়।

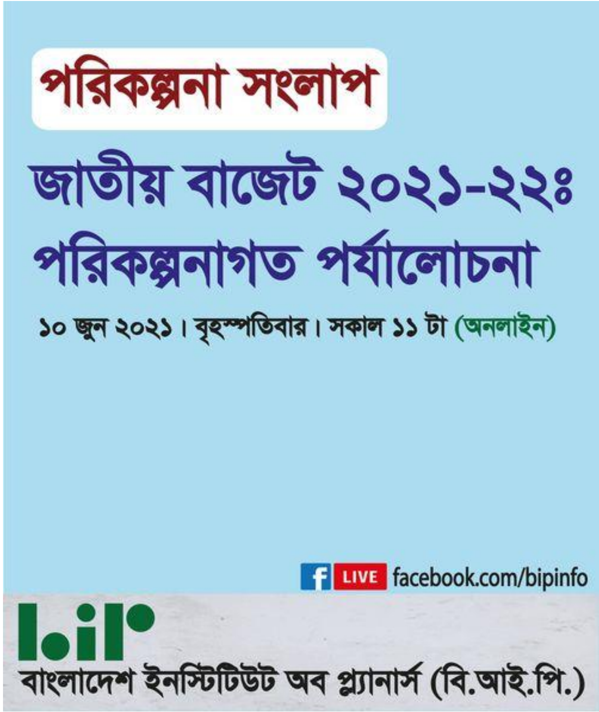

বি.আই.পি.-র সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আদিল মুহাম্মদ খান এর সঞ্চালনায় পরিকল্পনা সংলাপে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বি.আই.পি.-র বর্তমান উপদেষ্টা পরিষদের আহ্বায়ক এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের অধ্যাপক পরিকল্পনাবিদ ড. এ কে এম আবুল কালাম, বি.আই.পি.-র সাবেক সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ খোন্দকার এম আনসার হোসেন, বি.আই.পি.-র সহ-সভাপতি পরিকল্পনাবিদ মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম এবং বোর্ড সদস্য পরিকল্পনাবিদ তামজিদুল ইসলাম আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বি.আই.পি.চট্টগ্রাম শাখার সাধারণ সম্পাদক এবং চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের সহকারি অধ্যাপক পরিকল্পনাবিদ এ. টি. এম. শাহজাহান, কেয়ার বাংলাদেশ এর পরিচালক পরিকল্পনাবিদ আমানুর রহমান, জাইকা বাংলাদেশ এর জাতীয় পরামর্শক পরিকল্পনাবিদ সৈয়দ আফসান সাবাব পরিকল্পনা সংলাপে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় বাজেট নিয়ে বি.আই.পি.-র সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা

- আঞ্চলিক বৈষম্য কমাতে হবে এবং পিছিয়ে পরা এলাকাগুলিতে বিশেষ বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে এই এলাকাসমূহের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শিল্পায়ন, বিনিয়োগ সুবিধা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ করা যেতে পারে।
- নদী ভাঙ্গন এলাকাগুলিতে যারা ভূমিহীন তাদের সামাজিক আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাদের কর্মসংস্থানের পরিকল্পনা নিতে হবে।
- অর্থনৈতিক অঞ্চল সমূহকে সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় বিস্তারের মাধ্যমে শিল্পায়নের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
- সরকারের পক্ষ থেকে আবাসন উদ্যোগগুলো ঢাকাকেন্দ্রিক না হয়ে সকল জেলা শহরে সামাজিক আবাসনের উদ্যোগের মাধ্যমে সাশ্রয়ি আবাসনের ব্যবস্থা করা এবং এই লক্ষ্যে বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ নিশ্চিত করা।

- কৃষি খাতে বরাদ্দ বাড়ানো বাড়ানোর পাশাপাশি কৃষক, মৎস খামারী এবং পোল্ট্রি খামারীদের প্রণোদনা দেবার উদ্যোগ বেগবান করা।
- বড় শিল্প উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পের উদ্যোক্তাদের কাছে যেন সরাসরি প্রণোদনা পৌঁছানো যায় সেদিকে জোর দিতে হবে।
- উন্নয়ন প্রকল্প গুলোর জন্য পরিবেশগত, সামাজিক এবং পরিকল্পনাগত পর্যবেক্ষণ করবার মাধ্যমে প্রকল্প অনুমোদন দেয়া এবং প্রকল্পের সময় ও ব্যয় বৃদ্ধির সংস্কৃতি বন্ধ করা।
- স্বাস্থ্য খাতের বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবার জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ নিশ্চিত করা।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে 'বাস্তুসংস্থান পুনরুদ্ধারে পরিকল্পনা' শীর্ষক পরিকল্পনা সংলাপ

১৯ জুন ২০২১

সাম্প্রতিককালে মানব সভ্যতার উন্নয়নের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্রমাবনতি সকল প্রাণের অস্তিত্বের জন্য মারাত্মক হুমকি। অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও শিল্পায়ন, প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার, পরিবেশ সম্পর্কিত অসচেতনতা, প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন ও সুষ্ঠ নজরদারির অভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন নগর-গ্রামীণ ও আঞ্চলিক এলাকায় বিপন্ন হচ্ছে প্রাণ প্রকৃতি এবং ধ্বংস হচ্ছে জীববৈচিত্র্য। প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশকে ধ্বংস করে উন্নয়ন টেকসই হতে পারেনা, সুষ্ঠ পরিকল্পনা থাকলে ও রাজনৈতিক দৃঢ়তা থাকলে পরিবেশ-প্রতিবেশকে সমুন্নত রেখে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা সম্ভব। বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.) এর উদ্যোগে ১৯ জুন ২০২১, শনিবার, সকাল ১১.০০টায় অনলাইন প্লাটফর্মে 'বাস্তুসংস্থান পুনরুদ্ধারে পরিকল্পনা' শীর্ষক একটি পরিকল্পনা সংলাপে বিশেষজ্ঞরা উপরোক্ত মতামত প্রদান করেন।

চিত্রঃ অনলাইন সংলাপে উপস্থিত বিশেষজ্ঞদের একাংশ

স্বাগত বক্তব্যে বি.আই.পি.-র যুগ্ম সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ রাসেল কবির বলেন, সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে স্থলজ ও জলজ বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণের মাধ্যমে টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে পেশাগত দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে কাজ করলে বাংলাদেশের উন্নয়ন স্থায়িত্বশীল হবে।

বি.আই.পি.-র সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আদিল মুহাম্মদ খান বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধারে পরিকল্পনা শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে সমগ্র বাংলাদেশের বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত পরিবেশগত বিপর্যয়ের প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। বি.আই.পি.-র গবেষণায় জীববৈচিত্র্য ও বাস্তুসংস্থান ধবংসের কারণ বিশ্লেষণের জন্য পরিবেশগত বিপর্যয়ের ১০০ টি কেইস স্ট্যাডি সমীক্ষা করা হয়েছে, যার মধ্যে পানি দূষণ (৪২), বায়ু দূষণ (২৯), মাটি দূষণ, বৃক্ষ নিধন (১৭), প্লাস্টিক দূষণ (৮) ও অন্যান্য দূষণ (৮) নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। পরিবেশগত বিপযের্যর ঘটনাসমূহ পর্যালোচনার মাধ্যমে বি.আই.পি.-র সমীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, পরিবেশ ও প্রতিবেশ দূষণের শতকরা ৭০ ভাগ ঘটনার ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের দায় আছে, শতকরা ৫০ ভাগ ঘটনায় স্থানীয় প্রশাসনের দায় পরিলক্ষিত হয়। অনুরূপভাবে এ ধরনের পরিবেশ দূষণের ঘটনা বিশ্লেষণে নগর কর্তৃপক্ষ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে ৫০%, শিল্প কারখানা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ও পণ্য উৎপাদন কারী প্রতিষ্ঠান ৫০%, বনবিভাগ ৩০%, সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব ৬০% ও জনগণের উদাসীনতার ৪০% ক্ষেত্রেই দায় রয়েছে।

উপস্থাপিত প্রতিবেদনে পরিবেশ দূষণের কারণগুলো পর্যালোচনার মাধ্যমে পানি, বায়ু, মাটি, শব্দ ও প্লাস্টিক দূষণের পেছনে সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব, আবর্জ্যনা ব্যবস্থাপনার অভাব, অনিয়ন্ত্রিত ইটিপি বিহীন কলকারখানা স্থাপন, অবৈধ ইটভাটার আধিক্যতা, পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ছাড়াই বিভিন্ন শিল্প কারখানা, ইটভাটা ও বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনকারী কার্যক্রম পরিচালনা, বন উদ্যান এর গাছ কেটে ফেলা সহ নানাবিধ পরিবেশগত বিপর্যয়ের চিত্র তুলে ধরেন ড. আদিল। পরিবেশ বিপর্যয় এবং নানাবিধ বিরুপ প্রভাবের প্রেক্ষাপটে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করে বাংলাদেশের বিভিন্ন পরিকল্পনা নীতিতে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য ও বাস্তুসংস্থানের গুরুত্ব তুলে ধরে বিআইপির সাধারণ সম্পাদক বলেন, আন্তরিক সদিচ্ছা থাকলে বিদ্যমান পরিকল্পনা এবং আইন-নীতিমালার অনুসরণ ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পরিবেশকে প্রাধান্য দিয়েই আমাদের ভৌত ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা সম্ভব ।

বি.আই.পি.-র সভাপতি পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আকতার মাহমুদ বলেন, পরিবেশের প্রতি আমাদের সংবেদনশীল হতে হবে এবং পরিবেশের প্রতি যত্নশীল থেকে উন্নয়ন কর্মকান্ড চালাতে হবে। তিনি আরও বলেন, উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল নীতিমালায় পরিবেশের বিষয়টি গুরুত্ব দিতে হবে এবং পরিবেশ নিয়ে ভূল সিদ্ধান্ত

নেওয়া যাবে না। পাশাপাশি টেকসই উন্নয়নের বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখেই আমাদের পরিকল্পনা ও উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে বলে মত দেন বি.আই.পি.-র সভাপতি।

পরিকল্পনা সংলাপে পরিবেশ প্রতিবেশ রক্ষায় বি.আই.পি.-র পক্ষ থেকে প্রদত্ত সুপারিশগুলো হলঃ

- পরিবেশ দূষণ রোধে আবর্জনা সংগ্রহ, পরিবহন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পুনর্ব্যবহার এবং নিস্কাশনের সমন্বিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা করা
- শিল্প-কারখানায় ইটিপি বা শোধনাগার ব্যবহার না করায় জীববৈচিত্র্য (বায়ু, পানি, শব্দ) ভয়াবহ ক্ষতির মুখে পড়ছে, ইটিপিবিহীন শিল্প কারখানা বন্ধের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া
- ভূমি পরিকল্পনার মাধ্যমে শিল্পকারখানার জন্য জায়গা বরাদ্দ করা
- বাস্তুসংস্থান জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ও উন্নয়নের স্বার্থে প্রদত্ত সকল আইন, নীতি অনুসরণ ও প্রয়োগ করা
- পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য সর্বস্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করা
- সকল প্রকার দুষণ ও পরিবেশ অবক্ষয়মূলক কর্মকান্ড সনাক্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণ করা এবং দোষীদের আইনের আওতায় নিয়ে আসা
- নতুন প্রকল্প গ্রহণের আগে পরিবেশের অবক্ষয়মূলক দিকগুলো সর্বোচ্চ বিবেচনায় নিয়ে পদক্ষেপ নেওয়া
- জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব থেকেপরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ
- প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর মানুষের চাপ কমিয়ে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সমগ্র বাংলাদেশকে নিয়ে ভৌত পরিকল্পনা করা
- পরিবেশ-প্রতিবেশকে প্রাধান্য দিয়ে নগর, গ্রামীণ ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পূর্ণাংগ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

এছাড়াও সংলাপে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও সিটি কর্পোরেশনে কর্মরত পরিকল্পনাবিদগণ।

সদস্য সংবাদ

পরিকল্পনাবিদ ড আহসান হাবিব ডালহৌসি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব প্লানিং এর পরিচালক হিসেবে যোগদান

আহসান হাবিব ডালহৌসি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পরিবহন বিশেষজ্ঞ ও অধ্যাপক। তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। তিনি ২০০৯ সালে টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ২০১০ সালে ডালহৌসি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পূর্বে তিনি পরিবহন অন্টারিও (এমটিও) মন্ত্রণালয়ে পেশাদার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কানাডা ফাউন্ডেশন ফর ইনোভেশন (সিএফআই) - এর লিডারস অপচুনিটি গ্রান্ট প্রোগ্রামের অধীনে ডালহৌসি ট্রান্সপোর্ট কোলাবেরটরি এর প্রতিষ্ঠাতা তিনি।

২০১০ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পর, তিনি এখন পর্যন্ত অর্ধশতাধিক স্নাতক ছাত্রদের গবেষনা তত্ত্বাবধান করেছেন। তিনি এপর্যন্ত দুইশতাধিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন এবং বিভিন্ন কনফারেন্স পেপার সহ চার শতাধিক গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেছেন।

বর্তমানে বুয়েট ইউআরপি বিভাগের গ্রাজুয়েটদের মধ্যে প্রথম, বাংলাদেশের বাইরে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ একাডেমিক পদ অধ্যাপক পদে উন্নীত হয়েছেন।

তার গবেষণার আগ্রহের মধ্যে রয়েছে ভ্রমণ আচরণ বিশ্লেষণ, ভ্রমণের চাহিদা পূর্বাভাস এবং শহুরে ব্যবস্থার মাইক্রোসিমুলেশন। ড হাবিব বিশ্বাস করেন যে মাল্টি-মোডাল গতিশীলতার বিকল্পগুলি কানাডার শহরগুলির স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার চাবিকাঠি।

পরিকল্পনাবিদ আবু নইম মোহাম্মদ মারুফ খান নরসিংদী জেলার জেলা প্রশাসক হিসেবে যোগদান

আবু নইম মোহাম্মদ মারুফ খান বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের ৯৫ ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিলেন। গত ২৬ জুন ২০২১ তারিখে তিনি নরসিংদী জেলার জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে যোগদান করেছেন। তিনি ২৪ তম বিসিএস এ প্রশাসন ক্যাডারে যোগদান করেন।

নতুন মুখ

নতুন পরিকল্পনাবিদ সদস্য তালিকা

সদস্য নাম্বার	নাম	বিশ্ববিদ্যালয়	ছবি
১৭৩৭	মোঃ নুরুন নবী	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	
১৭৩৮	সাবিহা মাহবুবা সিজা	রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট)	
১৭৩৯	সানজিদা খানম	রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট)	
১৭৪০	দেওয়ান সালমান সানী	চট্রগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট)	
১৭৪১	তনুকা তাসনুভা	পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	
১৭৪২	সানজিদ হোসাঈন	পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	
১৭৪৩	লিসান আসিব খান	পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	
১৭৪৪	রাজিব হোসাঈন	খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়(কুয়েট)	

সদস্য নাম্বার	নাম	বিশ্ববিদ্যালয়	ছবি
১৭৪৫	সাবরিনা সুলতানা	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি)	
১৭৪৬	সৈয়দ মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	
১৭৪৭	দীপঙ্কর রায়	পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	
১৭৪৮	কাজী মেহেদী হাসান	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	
১৭৪৯	ফারিহা তাবাসসুম	খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়(কুয়েট)	
১৭৫০	ওয়াকিমুল ইসলাম শাকিল	পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	
১৭৫১	মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান	চট্রগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট)	
১৭৫২	নাইমুল ইসলাম	খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়(কুয়েট)	

শোক সংবাদ

পরিকল্পনাবিদ এম. আলী আশরাফ

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের সভাপতি পরিকল্পনাবিদ প্রকৌশলী এম আলী আশরাফ (সদস্য ১৩৮) গত ৭ মার্চ রাত ২টার সময় ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

তিনি করোনায় আক্রান্ত হয়ে ঢাকাতে এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। মরহুমের ১ম জানাযা (৭/৩/২১) বাদ জোহর জামিয়াতুল ফালাহ মসজিদে এবং ২য় জানাজা বাদ আসর ফটিকছড়ি জাফত নগর ইউনিয়নের ফতেহপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। পরে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

বি.আই.পি. পরিবারের পক্ষ থেকে মরহুম পরিকল্পনাবিদ এম. আলী আশরাফ এর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং মরহুমের শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

একজন সফল পরিকল্পনাবিদ

পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান (ফেলো সদস্য - ০১)

পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান ১৯৩৭ সালের ৭ জানুয়ারি সাতক্ষীরা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষকতা হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি মৌলভিবাজার কলেজ, সিলেট (১৯৬১-১৯৬৩) লেকচারার এবং বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে ১৯৬৪-৭২, সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে ১৯৭২-৮৬ এবং অধ্যাপক হিসেবে ১৯৮৬-২০০২ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। এছাড়াও প্রশাসনিক দক্ষতা হিসেবে ডীন, স্থাপত্য এবং পরিকল্পনা অনুষদ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭২-৭৫, ১৯৮০-৮২, ১৯৯৫-৯৭; বিভাগীয় প্রধান নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭১-৭৫, ১৯৭৭-৭৯, ১৯৮৭-৮৯; সহকারি প্রভোস্ট, নজরুল ইসলাম হল, বুয়েট, ১৯৬৭-৭১; ট্রাস্টি, ঢাকা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট (ডিআইটি), ১৯৭৯-৮১, ১৯৮৫-৮৬; উপাচার্য, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা, ১৯৮৯-৯৩; প্রতিষ্ঠাকালীন উপাচার্য, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ২০০৩-০৬ দায়িত্ব পালন করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জিওগ্রাফি থেকে ১৯৫৭ সালে বি এ অনার্স এবং ১৯৬০ সালে এম এ সম্পন্ন করেন। দ্যা ইউনিভার্সিটি অব ওকলাহোমা, নরমান, ওকলাহোমা, ইউএসএ ১৯৬৫ সালে সিটি এন্ড রিজিওনাল প্ল্যানিং এ এমসিআরপি; দ্যা ইউনিভার্সিটি অব শেফফিল্ড ইউকে ১৯৭৭ সালে টাউন এন্ড রিজিওনাল প্ল্যানিং এ পোস্ট গ্রাজুয়েট; কলম্বো প্ল্যান স্টফ কলেজ ইন এসোসিয়েশন উইথ টিচার্স টেনিং কলেজ, ঢাকা ১৯৮৫ সালে স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং সার্টিফিকেশন; জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা ১৯৮৫ সালে রুরাল প্ল্যানিং পিএইচডি এবং ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং ইউনিট, ইউনিভার্সিটি কলেজ, লন্ডন ১৯৮৭ সালে প্ল্যানিং এ শর্ট কোর্স সম্পন্ন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন, জিওবি তে পরীক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

তিনি দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন পেশাজীবী সমিতি এবং প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স; সভাপতি, বাংলাদেশ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকাল এসোসিয়েশন (বিএনজিএ); সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ জিওগ্রাফিকাল সোসাইটি (বিজিএস); স্টুডেন্ট মেম্বার, আমেরিকান ইন্সটিটিউট অব প্ল্যানার্স; সভাপতি, লাইন্স ক্লাব রমনা, ঢাকা অ্যান্ড জোন, চেয়ারম্যান লাইন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল ৩১৫বি বাংলাদেশ; সহ-সভাপতি, আহসানিয়া মিশন ঢাকা; সদস্য বৃহতারা খুলনা সমিতি; সদস্য, ইস্ট ওয়েস্ট সেন্টার হাওয়াই; সহসভাপতি, কমনওয়েলথ এসোসিয়েশন অফ প্ল্যানার্স (সিএপি)

১৯৬২ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ৬৫টি এরও অধিক গবেষণা পত্র প্রকাশিত হয়।

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার এর ইতিহাস

বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার এর ইতিহাস

বাংলাদেশে তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার বিদ্যমান। এখানে প্রথম স্তরের প্রশাসনিক একক বিভাগ পর্যায়ে হলেও এর কোন স্থানীয় সরকার নেই। দ্বিতীয় স্তরের প্রশাসনিক একক জেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার (৬৪টি জেলায় জেলা পরিষদ), উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা পরিষদ এবং গ্রাম এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদ, ছোট শহর এলাকায় পৌরসভা ও বড় শহরে সিটি কর্পোরেশন হল স্থানীয় সরকারের একটি অংশ।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার সমূহ হল -

- জেলা পরিষদ
- উপজেলা পরিষদ
- সিটি কর্পোরেশন /পৌরসভা /ইউনিয়ন পরিষদ

এছাড়াও বাংলাদেশের তিন পার্বত্য জেলায় জেলা পরিষদের পাশাপাশি রয়েছে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ। জেলা পরিষদ ও পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদের কাজ ভিন্ন।

- বিভাগ – ৮ টি
- জেলা পরিষদ – ৬৪ টি
- উপজেলা পরিষদ – ৪৯৫ টি
- ইউনিয়ন পরিষদ – ৪৫৭১ টি
- সিটি কর্পোরেশন - ১২ টি
- পৌরসভা - ৩৩০ টি

বর্তমান স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন শ্রেনীবিভাগ অনুযায়ী সংখ্যা

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমল

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের বর্তমান কাঠামোটির উদ্ভব ঘটে। উনিশ শতকের শেষভাগে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রচেষ্টার সৃষ্টি হয়। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কাঠামো, ফাংশন এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগের তুলনায় আজকের দিনে অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

ইতিহাসে এটি দেখা যায় যে, উপনিবেশিক শাসনের পূর্বে গ্রামগুলো স্বনির্ভরশীল ছিল। পঞ্চায়েত নামে পরিচিত প্রতিটি গ্রামের নিজস্ব কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন ছিল। পঞ্চায়েত স্বাভাবিকভাবেই জনমতের উপর ভিত্তি করে সমাজের সামাজিক চাহিদা পূরণ করতো, তবে তাদের পিছনে কোন আইনি ভিত্তি বা কর্তৃপক্ষ ছিল না। পঞ্চায়েতগুলি প্রায় প্রতিটি গ্রামে তৃণমূল শাসনের কার্যকরী প্রতিষ্ঠান ছিল। দুর্ভাগ্যবশত পঞ্চায়েত ব্যবস্থা তার অকার্যকর ও অদক্ষ নির্বাহী সংস্থা এবং ভারতের মুঘল শাসনের সময়কার কার্যকারিতার কারণে সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে যায়।

যদিও ব্রিটিশ আমলে (১৭৫৭-১৯৪৭) বাংলাদেশে নগরায়নের মাত্রা খুবই কম ছিল, তবুও কিছু পৃথক শহর ও শহরের বৃদ্ধি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। ব্রিটিশরা ১৮২০ -এর দশকের গোড়ার দিকেও এক প্রকার পৌর স্থানীয় শাসন চালু করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল

ব্রিটিশ শাসনের সময় ১৮৭০ সালে বাংলার গ্রাম চৌকিদারি আইন পাস হয় প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে। চৌকিদারি ব্যবস্থার অধীনে সদস্যগণ গ্রামবাসীদের প্রতিনিধির পরিবর্তে সরকারি কর্মচারী হিসেবে বিবেচিত হয়। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য এবং কর সংগ্রহের জন্য প্রশাসনকে সহায়তা করার জন্য প্রধানত পঞ্চায়েতগুলি ব্যবহার করা হতো। উন্নয়ন কর্মকান্ডে তাদের কোন ভূমিকা নেই। এ কারণেই স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলির অধিক দায়িত্ব পালনের চৌকিদার পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পরিবর্তন অনুভব করা হচ্ছিল, এই প্রেক্ষিতে ১৮৮৫ সালে কর্তৃপক্ষ Bengal Local Self Government Act আইন পাস করেন। এই আইনের অধীনে ইউনিয়ন কমিটি, স্থানীয় সরকার বোর্ড এবং জেলা বোর্ড সেটার ছিল।

১৮৮৬ সালে বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্টের মাধ্যমে ঢাকায় বর্তমান বাংলাদেশ প্রথম পৌরসভা প্রতিষ্ঠা করেছিলো।

যদিও পৌর পরিষদ প্রধানত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। তখন ঢাকার জনসংখ্যা প্রায় ৫০,০০০ ছিল এবং এই অঞ্চলের বৃহত্তম শহুরে কেন্দ্র ছিল। ১৯৩২ বঙ্গীয় পৌর আইন একটি যুগান্তকারী উন্নয়ন ছিল কারণ এটির মাধ্যমে পৌরসভা সংস্থায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিকতর অংশগ্রহণ এবং পৌর সংস্থার ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করেছিল।

১৯১৯ সালের The Bengal Village Self- Government Act আইনটি চৌকিদার পঞ্চায়েত ও ইউনিয়ন কমিটি বিলুপ্ত করে এবং তাদের জায়গায় ইউনিয়ন বোর্ড ও জেলা বোর্ড গঠন করে। ইউনিয়ন বোর্ডের দুই তৃতীয়াংশ নির্বাচিত এবং এক তৃতীয়াংশ মনোনীত মনোনয়ন পদ্ধতিটি ১৯৪৬ সালে বিলুপ্ত করা হয়।

বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট, ১৯৩২

এই আইনের মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় বিধানগুলি বন্ধ করা হয়েছিল এবং স্থানীয় সরকারে আরও অগ্রগতি করা হয়েছিল। মিউনিসিপ্যাল বোর্ডগুলিকে আরও ফাংশন দেওয়া হয়েছিল। নতুন পৌরসভা ঘোষণার বিধান, বিদ্যমানদের সীমা পরিবর্তন, পৌর কমিশনারের সংখ্যা এবং নির্বাচন পদ্ধতি ১৮৮৪ সালের আইন থেকে বহাল রাখা হয়েছে, ঢাকা এবং চট্টগ্রাম ব্যতীত যেখানে সদস্যদের চার-পঞ্চমাংশ নির্বাচিত হওয়ার কথা ছিল। নিযুক্ত সদস্যদের সংখ্যা সরকার শিল্পের প্রতিনিধিত্বের অনুমতি দিতে পারে। নির্বাচিত কিছু আসন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত ছিল। নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল যৌথ ভোটারদের ভিত্তিতে, এবং ভোট গোপন ছিল। চেয়ারম্যানদের পাশাপাশি ভাইস চেয়ারম্যানদেরও কমিশনাররা নিজেদের মধ্য থেকে নির্বাচিত করার কথা ছিল। হার এবং কর আরোপ এবং পৌর তহবিল ব্যবহারের ক্ষেত্রে, পৌর কমিশনারদের ক্ষমতা বিস্তৃত এবং স্পষ্ট করা হয়েছিল। স্থানীয় কর্মকর্তাদের এবং সরকারের পরিদর্শন, নিয়ন্ত্রণ এবং তত্ত্বাবধানের বিষয়ে, বিধানগুলি স্পষ্ট এবং পর্যাপ্ত করা হয়েছিল ১৯৩২ সালের বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট এর মধ্যে অন্যতম। এই অঞ্চলে পৌর আইনের প্রথম অংশ। ভারত বিভক্তির সময় (১৯৪৭), পূর্ব বাংলায় ৪৫ টি পৌরসভা এবং সিলেটে

জেলায় চারটি পৌরসভা এবং একটি টাউন কমিটি ছিল যা ১৯২৩ সালের আসাম পৌর আইন অনুসারে পরিচালিত হয়েছিল।

পাকিস্তান আমল

পাকিস্তান সময়কালে ১৯৫৯ সালের Basic Democracy Order আইনের অধীনে স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলি চারটি টায়ারে স্থাপন করা হয়েছিল। ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পর্যায়ে থানা কাউন্সিল, জেলা পর্যায়ে জেলা পরিষদ এবং বিভাগীয় স্তরে বিভাগীয় কাউন্সিল। সদস্যদের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ ভোটার দ্বারা নির্বাচিত হয় এবং এক তৃতীয়াংশ সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়। ১৯৫৯ সালের Basic Democracies Ordinance এর অধীনে, ইউনিয়ন পরিষদকে বিদ্যমান চৌকিদারি তহবিলের পাশাপাশি নিজের তহবিল গড়ে তোলার জন্য সম্পত্তি ও অন্যান্য উৎসের উপর কর আরোপ করার অনুমতি দেওয়া হয়। গ্রামীণ কর্মসূচী এবং ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে নির্মাণের জন্য সরকারি অনুদান দেওয়া হয়। পৌরসভাগুলিকে মৌলিক গণতন্ত্রের সাথে সামঞ্জস্য করতে ১৯৬০ সালে একটি পৌর প্রশাসন অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা হয়। এই চার স্তরের ব্যবস্থায় নতুনত্ব এবং উদ্ভাবনের অভাব ছিল এবং ব্রিটিশ আমলের ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌর কমিটির স্পষ্ট মিল ছিল।

১৯৬১ সালের Muslim Family and Marriage Ordinance আইন অনুসারে ইউনিয়ন কাউন্সিলকে সমঝোতা আদালত প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং সদস্যদেরকে বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা দেওয়া হয়।

বাংলাদেশ আমল

১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর থেকে, বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সাথে মিল রেখে বিভিন্ন সরকার বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন প্রচেষ্টা শুরু করে। যদিও পরিবর্তনগুলি করা হয়েছে স্থানীয় সরকারের স্তরের বিন্যাসের ক্ষেত্রে সময়ে সময়ে বিদ্যমান সরকারের ইচ্ছানুযায়ী, দুর্ভাগ্যবশত তাদের শক্তিশালী করার জন্য প্রায় কিছুই করা হয়নি। উপরন্তু, এর গঠন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কমবেশি অপরিবর্তিত রয়েছে।

স্বাধীনতার পরপরই ইউনিয়ন পরিষদের নাম পরিবর্তন করে ইউনিয়ন পঞ্চায়েত করা হয় এবং পঞ্চায়েতের বিষয় পরিচালনার জন্য একজন প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়। থানা কাউন্সিলের নাম পরিবর্তন করে থানা উন্নয়ন কমিটি করা হয় এবং জেলা পরিষদের নাম জিলা বোর্ড বা জেলা বোর্ড করা হয়। ১৯৭৩ সালে আবার ইউনিয়ন পঞ্চায়েতের নাম ইউনিয়ন পরিষদে ফিরিয়ে আনা হয়।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় আরো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনা হয় ১৯৭৬ সালে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশের মাধ্যমে। এই অধ্যাদেশটি একটি ইউনিয়নের জন্য একটি ইউনিয়ন পরিষদ, একটি থানার জন্য একটি থানা পরিষদ এবং একটি জেলার জন্য একটি জেলা পরিষদের বিধান রাখা হয়।

১৯৮০ সালে, স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশের একটি সংশোধনের ফলে, গ্রাম পর্যায়ে স্বনির্ভর গ্রাম সরকার (স্বনির্ভর গ্রাম সরকার) চালু করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮২ সালের জুলাই মাসে একটি সামরিক আইন আদেশের মাধ্যমে এটি বাতিল করা হয়। এই অধ্যাদেশটি ১৯৮৩ সালে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ, ১৯৮৮ সালে স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন এবং ১৯৮৯ সালে তিনটি পার্বত্য জেলা আইন এবং পল্লী আইন অনুসরণ করা হয়। সরকারের বিকেন্দ্রীকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ অধ্যাদেশ (১৯৮২) বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

পৌরসভা অর্ডিন্যান্স ১৯৭৭ অনুযায়ী পৌরসভা গুলো (এ,বি,সি) তিনটি ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করা হয় এবং বর্তমানে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ দ্বারা রহিত করা হয়।

(সূত্রঃ স্থানীয় সরকারের ইতিহাস উইকিপিডিয়া, বাংলাপেডিয়া)

মিডিয়া কাভারেজ

তারিখ	বিষয়	লিঙ্ক
১৫ জানুয়ারি ২০২১	বিআইপির এজিএম অনুষ্ঠিত	https://bonikbarta.net/ho
১৬ জানুয়ারি ২০২১	উন্নয়নের সুফল সবার কাছে পৌঁছে দিতে পরিকল্পনাবিদদের প্রতি আহ্বান	https://www.banglatribune.com/6
১৬ জানুয়ারি ২০২১	পরিকল্পনাবিদদের প্রত্যয় বাসযোগ্য নগর গড়ার"	প্রথম আলো
১০ ফেব্রুয়ারি ২০২১	জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় মানসিক স্বাস্থ্যকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে টেকসই নগর উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা অনুশীলন প্রয়োজনঃ বি.আই.পি	https://bangladeshbeyond.com.bd
১০ ফেব্রুয়ারি ২০২১	জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় মানসিক স্বাস্থ্যকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে টেকসই নগর উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা অনুশীলন প্রয়োজনঃ বি.আই.পি.	http://www.voicebd24.com/
১১ ফেব্রুয়ারি ২০২১	মানসিক স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দিয়ে নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রয়োজন	https://www.jagonews24.com/
২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১	নগর পরিকল্পনাকে গণমূখী ও সার্বজনীন করতে বাংলা ভাষা ব্যবহারের কোন বিকল্প নেইঃ বি.আই.পি.	http://www.voicebd24.com/
২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১	সংলাপে বক্তারা নগর পরিকল্পনা গণমুখী করতে বাংলার বিকল্প নেই	https://www.jugantor.com
২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১	আইপির সংলাপে অভিমত জনসাধারণের অংশগ্রহণ বাড়াতে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাংলায় হওয়া উচিত	https://www.dailynayadiganta.com
২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১	নগর পরিকল্পনা সর্বজনীন করতে বাংলা ভাষা ব্যবহারের দাবি	https://samakal.com/todays
২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১	পরিকল্পনা পরিভাষা বই প্রকাশ বি আই পি	প্রথম আলো
১৮ মার্চ ২০২১	সংবাদ সম্মেলনে বিআইপি প্রকল্প বাস্তবায়নে অপচয় ও জনদূর্ভোগ কমাতে হবে	https://www.deshsangbad.com
১৯ মার্চ ২০২১	Don't undertake more projects than ability: Planners to govt	https://www.tbsnews.net
১৯ মার্চ ২০২১	সংবাদ সম্মেলনে বিআইপি উন্নয়ন প্রকল্পে অপচয় ও দুর্ভোগ কমাতে হবে	https://www.jugantor.com
১৯ মার্চ ২০২১	প্রকল্পে দুর্নীতি ও কমিশন বাণিজ্যের তদন্ত দরকার পরিকল্পনাবিদদের সংবাদ সম্মেলনে দাবি	https://www.dailynayadiganta.com/
১৯ মার্চ ২০২১	দায়িত্ব পালনে সরকারি সংস্থাগুলো ব্যর্থ	প্রথম আলো

২১ মার্চ ২০২১	BIP demands planned urban development	https://www.tbsnews.net
২১ মার্চ ২০২১	মাঝারি শহরগুলোতে নাগরিক সেবার মান ও বিনিয়োগ বাড়াতে হবে	https://www.kalerkantho.com/
২২ মার্চ	বড় প্রকল্পের সঙ্গে ব্যক্তিস্বার্থ জড়িত	প্রথম আলো
২২ মার্চ ২০২১	উন্নয়ন বৈষম্য দূর করতে সমন্বয় প্রয়োজন পরিকল্পনার	দৈনিক নয়া দিগন্ত
২৮ মার্চ ২০২১	আঞ্চলিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সারাদেশের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবেঃ বিআইপির সেমিনারে বক্তাদের অভিমত	https://bangladeshbeyond.com.bd
২৮ মার্চ ২০২১	আঞ্চলিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সারাদেশের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবেঃ বিআইপির সেমিনারে বক্তাদের অভিমত	http://www.voicebd24.com/
২৮ মার্চ ২০২১	‘দেশের প্রতিটি পৌরসভায় নগর পরিকল্পনাবিদ নিয়োগ দেবে সরকার’	https://mzamin.com/article.php?mzamin=268049
২৮ মার্চ ২০২১	সব পৌরসভায় পরিকল্পনাবিদ নিয়োগ দেবে সরকার	https://www.jugantor.com/
২৯ মার্চ ২০২১	দেশের সব পৌরসভায় পরিকল্পনাবিদ নিয়োগ দিবে সরকার : এলজিআরডি মন্ত্রী	https://www.jaijaidinbd.com/wholecountry
২৯ মার্চ ২০২১	‘প্রতিটি পৌরসভায় নগর পরিকল্পনাবিদ নিয়োগ’	https://www.dailyinqilab.com/article
২৯ মার্চ ২০২১	প্রতিটি পৌরসভায় নগর পরিকল্পনাবিদ নিয়োগ দেয়া হবে —এলজিআরডি মন্ত্রী	https://bonikbarta.net/home/news_description
২৯ মার্চ ২০২১	স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বললেন প্রতিটি পৌরসভায় নগর পরিকল্পনাবিদ নিয়োগ হবে	https://www.kalerkantho.com
৩ এপ্রিল ২০২১	অপরিকল্পিত নগরায়ণ বন্ধ করুন শহরমুখী জনস্রোত	https://www.prothomalo.com/opinion/editorial
২৪ এপ্রিল ২০২১	Identify those responsible for failing to remove chemical warehouses: BIP	https://www.tbsnews.ne
২৪ এপ্রিল ২০২১	‘রাসায়নিক গুদাম সরাতে ব্যর্থতার পেছনে দায়ীদের চিহ্নিত করা প্রয়োজন’	https://www.banglatribune.com
২৪ এপ্রিল ২০২১	রাসায়নিক গুদাম সরাতে ব্যর্থতার পেছনে দায়ীদের চিহ্নিত করা প্রয়োজনঃ বি.আই.পি.	https://deshjanata.com/
২৪ এপ্রিল ২০২১	অধিক মুনাফা লাভে ভবনে রাসায়নিক গুদাম ভাড়া দেন মালিকরা	https://www.jagonews24.com/m/national/news/
২৪ এপ্রিল ২০২১	রাসায়নিক গুদামগুলো নজরদারিতে সবাই ব্যর্থ	https://www.bd-journal.com/bangladesh/
২৯ এপ্রিল ২০২১	‘বোমা’র ওপর বাস করছে পুরান ঢাকাবাসী: বিআইপি	https://www.prothomalo.com/bangladesh/
২৯ এপ্রিল ২০২১	পাতালরেল প্রকল্প ‘অবাস্তব ও উচ্চাভিলাষী’: বিআইপি	https://www.prothomalo.com/bangladesh/

২৯ এপ্রিল ২০২১	বাণিজ্য সময়পুরান ঢাকার আরমানিটোলার অগ্নিকাণ্ড 'দুর্ঘটনা নয়'	https://www.somoynews.tv
৩০ এপ্রিল ২০২১	সরকারি সংস্থাগুলোর ব্যর্থতায় অগ্নিকান্ড	প্রথম আলো
১ মে ২০২১	Subway project 'unrealistic and ambitious': BIP	https://www.tbsnews.net/
৭ মে ২০২১	উদ্যান-পার্কে কংক্রীট ও অবকাঠামো নির্মাণের স্বেচ্ছাচার বন্ধ করুনঃ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বিআইপি)	https://deshjanata.com
৭ মে ২০২১	উদ্যান-পার্কে কংক্রীট ও অবকাঠামো নির্মাণের স্বেচ্ছাচার বন্ধ করুন : বিআইপি	https://bangladeshbeyond.com.bd
৭ মে ২০২১	উদ্যান-পার্কে কংক্রীট ও অবকাঠামো নির্মাণের স্বেচ্ছাচার বন্ধ করুন : বিআইপি	Voicebd24.com
৮ মে ২০২১	বিআইপির বিবৃতি: উদ্যান পার্কে কংক্রিট অবকাঠামো নির্মাণ বন্ধ করুন	https://www.jugantor.com/
৯ মে ২০২১	উন্নয়নের নামে পরিবেশ ধ্বংস হচ্ছে: বিআইপি	https://www.prothomalo.com/bangladesh/
১০ মে ২০২১	ঢাকার পার্ক-উদ্যানে কংক্রিট আচ্ছাদন বাড়ছে	https://bonikbarta.net/home/news_description
১০ মে ২০২১	উদ্যানে অবকাঠামো নিরমাণে রাষ্ট্রের আইন মানা হচ্ছে না	প্রথম আলো
৯ মে ২০২১	উদ্যান পরিকল্পনায় বাড়ছে ইমারত, কমছে সবুজ: বিআইপি	https://www.thedailystar.net/bangla
১১ মে ২০২১	ঢাকার উদ্যানে গাছ আর ইট–পাথর সমানে সমান	https://www.prothomalo.com/bangladesh
২৬ মে ২০২১	মেয়র সংলাপ নিরাপদ, টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নগর	https://www.prothomalo.com/roundtable
১০ জুন ২০২১	প্রকল্প টেকসই না হলে তা দীর্ঘ মেয়াদে কল্যাণ বয়ে আনবে না: বিআইপি	https://l.facebook.com/l.php?
১০ জুন ২০২১	দুর্নীতি ও সুশাসনের অভাবে বাজেট বাস্তবায়িত হচ্ছে না	প্রথম আলো
১১ জুন ২০২১	ঢাকা কেন বসবাসের অযোগ্যঃ স্বাস্থ্য খাতের দুরবস্থা র‍্যাংকিয়ে বড় প্রভাব ফেলেছে	https://www.bd-pratidin.com/first-page/2021/06/11/658327
১৯ জুন ২০২১	সুষ্ঠু পরিকল্পনার সাথে রাজনৈতিক দৃঢ়তা থাকলে টেকসই উন্নয়ন সম্ভবঃ বি.আই.পি	https://bangladeshbeyond.com.bd
১৯ জুন ২০২১	সুষ্ঠু পরিকল্পনার সাথে রাজনৈতিক দৃঢ়তা থাকলে টেকসই উন্নয়ন সম্ভবঃ বি.আই.পি	Voicebd24.com
১৯ জুন ২০২১	পরিবেশ-প্রতিবেশকে প্রাধান্য দিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়নের দাবি	https://l.facebook.com/l.php?u=
১৯ জুন ২০২১	'পরিবেশ ধ্বংস করে উন্নয়ন টেকসই হতে পারে না'	https://l.facebook.com/l.php?u=

বি.আই.পি
নিউজলেটার

প্ল্যানার্স টাওয়ার (লেভেল-৭)
১৩/এ বীর উত্তম সি আর দত্ত (সোনারগাঁও) রোড
বাংলামটর, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
জিপিও বক্স ঃ ৩৭৯৩
ফোন ঃ +৮৮০ ২ ৯৬৬৭৬৫৩, ৯৬৬৫২২৩
মোবাইল ঃ +৮৮০১৮৬২ ২৬৭৬২৪
ফ্যাক্স ঃ +৮৮০ ২ ৯৬৬৫২২৩
ই-মেইল ঃ bipinfo@bip.org.bd
ফেসবুক ঃ facebook.com/bipinfo
ওয়েব ঃ www.bip.prg.bd
সোসাইটি নিবন্ধন নং ঃ S-542(13)75

bip

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি)